

জন্মতিথি

(নাটক)

নাট্য-নিকেতনে অভিনীত

প্রথম অভিনয়—শনিবার ১৬ই চৈত্র, ১৩৪১

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একটাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

পরমকল্যাণীয়া

শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী

শুচিস্মিতাসু।

রংপুর
৯ই বৈশাখ, ১৩৪২

গ্রন্থকার

নিবেদন

এই নাটকের গান কয়খানি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনা করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত সুধামাধব সেনগুপ্ত তাহাতে সুরসংযোজনা করিয়াছেন। নাটকটির রচনাকালে রংপুর নাট্যসমাজের বন্ধুবর্গ এবং নাট্য-নিকেতনের প্রযোজক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ অশেষরূপে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে ইঁহাদের সকলের ঋণ স্বীকার করিতেছি।

রংপুর
৯ই বৈশাখ, ১৩৪২

গ্রন্থকার

পরিচয়

ক্ষিতীশ মিত্র	...	ধনী ব্যবসায়ী
মনোরমা	...	ক্ষিতীশের স্ত্রী
উর্ম্মিলা (মিলি) উৎপলা (পলি) উজ্জ্বলা (ডলি)	...	ঐ কন্যা
শিশির	...	ধনী ও শিক্ষিত যুবক
পরিমল	...	তরুণ ব্যারিষ্টার
দীপ্তি	...	উৎপলার সখী
ভূদেব চৌধুরী	...	মনোরমার মাতুল
রঘুয়া	...	বালক ভৃত্য
মিসেস্ হালদার	...	নিমন্ত্রিতা মহিলা

সংযোগস্থল—কলিকাতা

সময়—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা

নাট্য-নিকেতন

শনিবার—১৬ই চৈত্র ১৩৪১, ৩০শে মার্চ্চ ১৯৩৫

প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ

প্রযোজক	শ্রীযুক্ত	প্রবোধচন্দ্র গুহ
অধ্যক্ষ	”	নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
ক্ষিতীশ	”	মণি ঘোষ
ভূদেব	”	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
পরিমল	”	সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এমেচার)
শিশির	”	প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
রঘুয়া	শ্রীমতী	পুষ্পকুমারী
উর্ম্মিলা	”	নীহারবালা
উৎপলা	”	সরযূবালা
ডলি	”	লক্ষ্মী
দীপ্তি	”	দুর্গারাণী
মনোরমা	”	চারুশীলা
মিসেস্ হালদার	”	কুসুমকুমারী

জন্মতিথি

প্রথম অঙ্ক

মিঃ মিত্রের বাড়ীতে তাঁর আফিস-ঘর। একপাশে সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও রিভলভিং চেয়ার। টেবিলের নীচে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, উপরে আফিস-বাস্কেট, একগাদা ফাইল ও টেলিফোন।

সম্মুখে দেওয়ালের মাঝখানে একটি দরজা, তাহার ওপাশে হলঘর। ঘরের ডানদিকে ও বাঁদিকে আরও দুইটি দরজা ; ডানদিকেরটি দিয়া পিছনের বাগানে যাওয়া যায়—বাঁদিকেরটি অন্য ঘরের প্রবেশ-পথ। 'দরজাগুলিতে পর্দ্দা লাগানো'। ঘরের মধ্যে একখানি ভাঁজকরা কার্পেট, একটি টেবিল হারমোনিয়ম, দুখানা কৌচ ও কয়েকখানি চেয়ার সাময়িক প্রয়োজনে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

মিঃ মিত্র একখানি খোলা ফাইল সম্মুখে রাখিয়া নিবিষ্টমনে কি লিখিতেছেন। বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ হইলেও শরীরে যৌবনসুলভ কর্ম্মশক্তির পরিচয়ের অভাব নাই।

হলঘরের পর্দ্দা সরাইয়া মিসেস মিত্র ঘরে আসিলেন। আঁটসাঁট করিয়া কাপড় পরিয়াছেন, ব্যস্তসমস্তভাব। ঘরে ঢুকিয়া বাঁ দিকে যাইতেছিলেন, স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া বিস্ময়সূচক ভঙ্গী করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

মনোরমা। ওগো, ওগো শুনছ !

ক্ষিতীশ। (মুখ না তুলিয়া) হুঁ।

মনোরমা। হুঁ কি গো ! ক'টা বেজেছে জানো ?

ক্ষিতীশ। (পূর্ব্ববৎ) ও ঘরেই তো ঘড়ি আছে। দেখগে' না।

মনোরমা। ভাল জ্বালা! আমায় আর ঘড়ি দেখতে হবে না। দুপুর থেকে কম করেও একশ'বার ঘড়ি দেখেছি।

ক্ষিতীশ। (মুখ তুলিয়া অন্যমনস্কভাবে) কি বলছ?

মনোরমা। বলছি কি, পাঁচটা যে বেজে গেছে, তার খোঁজ আছে?

ক্ষিতীশ। তাই, কি?

মনোরমা। শোন কথা! তাই কি! আচ্ছা, ছুটির দিনেও কি ফাইল মুখে করে না বসলে তোমার চলে না। দাঁড়াও, কালকে আমি আপিসে লিখে পাঠাব, ফের যদি ঐ লক্ষ্মীছাড়া ফাইলগুলো বাড়ীতে পাঠায়, তাহলে বাস্কেটশুদ্ধ একেবারে লেকের ভেতরে ফেলে দিয়ে আসব।

ক্ষিতীশ। (হাসিয়া) অত রাগ করছ কেন? কি বলবে বল না।

মনোরমা। বলব কাকে! ফাইলের ভেতর ডুব দিয়ে জগৎসংসার যে একেবারে ভুলে বসে আছ।

ক্ষিতীশ। (ফাইল সরাইয়া) আচ্ছা, ফাইল এখন থাক। হাঁ, কি বল্‌ছিলে? পাঁচটা বেজেছে, তাই কি?

মনোরমা। (গালে হাত দিয়া) ওমা, কি মানুষ তুমি! সত্যিই ভুলে গেছ?

ক্ষিতীশ। (হঠাৎ মনে পড়াতে) না, না, ভুলব কেন! কি-যে বলে! আজকে উর্ম্মিলার জন্মতিথি, তাই বলছ তো? তা' বুঝি আর আমার মনে নেই!

মনোরমা। তবু ভাল। কথাটা মনে আছে। তা' নেমন্তন্ন চিঠিতে লেখা হয়েছে "সাতটা"...আর এখন পাঁচটা, আর মোটে দু'ঘণ্টা

দেরী। এদিকে কাজ কত বাকি আছে। আমি একলা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আর তুমি……

ক্ষিতীশ। একলা কেন? মেয়েরা বাড়ীতে নেই?

মনোরমা। আছে বই কি। তারাও কাজ করছে। কাজ তো আর একটা নয়। ডলি মালা গাঁথছে, পলি ঢুকেছে রান্নাঘরে।

ক্ষিতীশ। আর মিলি?

মনোরমা। সে ওপরে। ওরি জন্মদিন, ওকে বেশী খাটতে খুটতে বারণ করেছি।

ক্ষিতীশ। ও, আচ্ছা। তা' আমায় এখন কি করতে হবে?

মনোরমা। যা' হয়, কিছু করলেই হয়। হলঘর সাফ করা হয়েছে; কার্পেটখানা পাতিয়ে, চেয়ার টেবিলগুলো ঠিকঠাক করে সাজিয়ে রাখাও। পরে আরো কাজ আছে।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, যাচ্ছি। এই একটু……

মনোরমা। না, আর "একটু" নয়; এখনি।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, চল।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল

একটু দাঁড়াও। (রিসিভার কাণে লইয়া) হ্যালো…হাঁ…হাঁ… আছেন…আচ্ছা, ধরে থাকুন, ডেকে দিচ্ছি। (রিসিভার নামাইয়া) এই নাও, তোমাকেই ডাকছে।

মনোরমা। কে?

ক্ষিতীশ। নাম বলেনি। মেয়েলি গলা।

মনোরমা। (ফোন ধরিয়া) হ্যালো,

ক্ষিতীশ আবার চেয়ারে বসিয়া ফাইলটি খুলিতে যাইবেন, এমন সময় মনোরমা এক হাতে ফাইলটি চাপিয়া ধরিলেন। পরে সেটি বাঁধিয়া রাখিবার জন্য আদেশসূচক ইঙ্গিত করিলেন।
ক্ষিতীশ একটু হাসিয়া তথাবৎ করিলেন

হাঁ, কে চপলাদি',······সে কি কেন?···কার অসুখ? কে··· মণিকার?···তাইতো, ভারি মুস্কিল হল···না অসুখ করেছে,···এতে রাগ করব কেন। ···তবে সবাই ওর গান শুনবে বলে আশা করে আছে···আচ্ছা···হাঁ, আচ্ছা,···বলব···আচ্ছা।

রিসিভার রাখিয়া দিলেন

দেখ দেখি, কি মুস্কিল!

ক্ষিতীশ। কি হয়েছে?

মনোরমা। মণিকার অসুখ করেছে। সে আসতে পারবে না। (ডাকিলেন) রঘুয়া, রঘুয়া—

বসিলেন। রঘুয়ার প্রবেশ। চাপকান-উর্দ্দি পরা বয়স বার তের।
কায়দা-দুরস্ত সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

যা-তো, তোর মেজদিদিমণিকে ডেকে আন্।

রঘুয়া। মিস্ পলি?

মনোরমা। হাঁ, হাঁ, মিস্ পলি। শীগগীর আসতে বলিস্।

রঘুয়া। ইয়েস্ ম্যাডাম, ভেরি গুড ম্যাডাম।

সেলাম করিয়া প্রস্থান

মনোরমা। সং! ছোঁড়াটাকে নিয়ে পলি বাঁদর নাচাচ্ছে।

ক্ষিতীশ। ও, এ সব বুঝি পলির কাণ্ড। তাইতো বলি ছোঁড়াটা হঠাৎ এত ইংরিজি শিখলে কোত্থেকে?

মনোরমা। ঐতো। পলি রাতদিন ওর পেছনে লেগেই আছে। মুখে মুখে ইংরিজি শেখায়।

ক্ষিতীশ। তাই নাকি? ছোঁড়াটারও তো উৎসাহ কম নয়।

মনোরমা। উৎসাহ হবে না। পলি ওকে বলেছে, ইংরিজি শিখলে আসল সাহেবের বাড়ীতে চাকরি হবে।

ক্ষিতীশ। বটে। তা'হলে ও বেচারীর আর দোষ কি? আসল সাহেবের চাকরি পাবার লোভে ওর চাইতে অনেক বেশী পরিশ্রম আমাদের মধ্যে অনেকেই করে থাকে।

রঘুয়ার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া উৎপলার প্রবেশ। বয়স আঠার উনিশ

উৎপলা। মার্চ্চ এলং, মার্চ্চ এলং, হল্ট্। মা, রঘুয়ার নতুন বিদ্যে শোন।...বয়, হোয়াট ইজ ইওর নেম?

রঘুয়া। মাই নেম ইজ র‍্যাণ্ড নট্ ডস্।

উৎপলা। হোয়াট আর ইউ?

রঘুয়া। আই এম-এ ডাঙ্কি।

উৎপলা। ভেরি গুড। গো এওয়ে ডাঙ্কি।

রঘুয়া প্রস্থানোদ্যত

মনোরমা। এই রঘুয়া, তোর দিদিমণি তোকে নিয়ে বাঁদর নাচায়, তা বুঝতে পারিস্ নে?

উৎপলা। দেখলি রঘুয়া, এরি মধ্যে তোর আদর বেড়ে গেছে। মা ওকথা কেন বলছে বুঝলি তো? সাহেবরা জানতে পারলেই তোকে নিয়ে যাবে, সেই ভয়ে।

রঘুয়া। ইয়েস্, ইয়েস্, মিস্ পলি ভেরি গুড্। ম্যাডাম ভেরি ব্যাড।

সেলাম করিয়া প্রস্থান

উৎপলা। (মনোরমার প্রতি) কেমন, যাবে আর আমার নামে ভাঙ্‌চি দিতে?

মনোরমা। না। তোর পোষা বাঁদর তোরি থাক। কিন্তু পলি এদিকে যে এক মুস্কিল বেধেছে।

উৎপলা। কি মুস্কিল?

মনোরমা। এইমাত্র চপলাদি ফোন করছিলেন। 'মণিকার খুব অসুখ করেছে, সে আসতে পারবে না।'

উৎপলা। (হতাশভাবে বসিয়া পড়িল) মণিকাদি আসবে না! যাঃ, তাহলে তো সব মাটি।

মনোরমা। অমন করে বসে পড়লে তো চলবেনা পলি। এখন কি করা যায়, তাই বল।

উৎপলা। কি আর করা যাবে। সবাই মণিকাদির গান শুনবে বলে আশা করে আছে। ওঁর ওপরেই সমস্ত ভরসা ছিল। আমার আর কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

ক্ষিতীশ। পলি, অত অল্পেই হাল ছেড়ে দিলে কি চলে। নিজেরাই যা পারিস্ তাই করগে। সংসারে সব জিনিস কিছু মনের মত হয় না—যা হয় মনকেই তার মত করে তৈরী করে নিতে হয়।

উৎপলা। এখন আর কি করব বাবা! আগে জানলেও না হয়···। দেখি (জামার ভিতর হইতে একখানি প্রোগ্রাম বাহির করিয়া দেখিল) ···চারটে গান আর একটা আবৃত্তি···প্রোগ্রামে অনেকখানি ফাঁক থেকে যাবে।

মনোরমা। ফাঁক থাকলে তো চলবে না। ও ফাঁক তোকেই ভরিয়ে দিতে হবে।

উৎপলা। আমি! আমি কত গান গাইব! আর একঘেয়ে গান গাইলেই বা লোকে শুনতে চাইবে কেন? (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা, মা, এক কাজ করলে হয় না? দীপ্তিকে নেমন্তন্ন করে পাঠানো যাক।

ক্ষিতীশ। দীপ্তি কে?

উৎপলা। দীপ্তি রায়। ঐ যে সেদিন গুপ্ত সাহেবের পার্টিতে যার গান শুনে তুমি বলেছিলে যে বেশ ফীলিং দিয়ে গায়।

ক্ষিতীশ। প্রফেসর সত্যেন রায়ের ভাইঝি?

উৎপলা। হাঁ।

মনোরমা। আচ্ছা বেশ। তাহলে দীপ্তিকেই বলে পাঠা। কিন্তু অতগুলো গান সে গাইতে রাজি হবে তো?

উৎপলা। না হয়, আমরা ভাগাভাগি করে নেব। আবৃত্তিটা আমি করব। দুটো গান দীপ্তি গাইবে। আর, একটা গান,···মা, তোমার তো শুনেছি সেকালে গানের খুব নাম ছিল···

মনোরমা। পলি, ও রকম দুষ্টুমি করলে আমার হাতে একদিন মা'র খাবি, তা বলে দিচ্ছি।

উৎপলা। বা রে, তাতে আর দোষ কি? গান তো আর কিছু নিন্দের জিনিস নয়…একটা গান গাইলেই বা…

ক্ষিতীশ মনোরমার অগোচরে ইঙ্গিতে উৎপলাকে উৎসাহ দিতেছিলেন ; উৎপলা হঠাৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল

আচ্ছা বাবা, তাহলে তুমিই না হয় তোমার সেই ইংরিজি হাসির গানখানা…

ক্ষিতীশ। (অপ্রতিভভাবে) দুর পাগলি ; সে কতদিনের কথা…সে কি আর আমার এখন মনে আছে, আচ্ছা একখানা গান না হয় বাদই থাক।

হলঘরের পরদা সরাইয়া ভূদেব চৌধুরি আসিলেন। বয়স সবে পঞ্চান্ন পার হইয়াছে ; ছিপছিপে কিন্তু আঁট সাঁট শরীর

ভূদেব। আমি আসতে পারি?

উৎপলা। এই যে দাদামশাই, ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। আজ তোমাকে ছাড়ছি নে'—কিছুতেই না।

ভূদেব। ছাড়লি আর কই দিদি, ধরেই তো রেখেছিস্! শুধু ধরা—ঐ চাঁদমুখখানার টানে একেবারে বাঁধা পড়ে আছি। রোজ রোজ শ্যামপুকুর আর লেক রোড করে করে হায়রাণ হয়ে যাচ্ছি।

উৎপলা। ও সব ছেঁদো কথা রেখে দাও। তোমায় গান গাইতে হবে।

ভূদেব। বিলক্ষণ! সে আর একটা বেশী কথা কি। আচ্ছা, তবে শ্রবণ কর। (সুর ভাঁজিয়া)…আ…

উৎপলা। ফের দুষ্টুমি! ঠাট্টা নয় দাদামশাই। আজকের আসরে

আমাদের গান গাইবার লোক একজন কম পড়েছে। তার অভাব পূরণ করবে তুমি।

ভূদেব। সর্ব্বনাশ! সে আমি পারব না ভাই। সে চাঁদের হাটের মাঝখানে আমার মুখ দিয়ে কথাই ফুটবে না—তা গান! আর আমার ও সব সেঁইয়া-মেঁইয়ার গান তোদের ফ্যাশনেব্‌ল্‌ মেয়েদের পছন্দ হবে কেন?

মনোরমা। পলি, আর বেশী সময় নেই, যা' হয় একটা ঠিক করে ফেল। না হয়, ডলিকে দিয়ে আর একখানা নাচ তৈরি করে রাখ না।

ক্ষিতীশ। সেই ভাল। ডলিকে ডেকে একটু প্র্যাকটিস করে নে'। রঘুয়া, রঘুয়া…

রঘুয়ার প্রবেশ

ডলিকে ডেকে দে'।

রঘুয়ার বাঁ দিকে প্রস্থান

উৎপলা। দীপ্তিকে তা'হলে শীগগীর করে আসতে বলে দি'। (টেলিফোন লইয়া) হ্যালো…সাউথ টু-ওয়ান-সেভেন-ফাইভ…ইয়েস প্লীজ…হ্যালো…কে. দীপ্তি? আমি উৎপলা…শোন্‌, আজকে দিদির জন্মদিনের উৎসব। তোকে আসতে হবে। টেলিফোন-দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জ্জনীয়—কারণ, যাবার সময় নেই।…আর শোন্‌, তোকে দুটো গান গাইতে হবে। আমরাও সব গাইব।…যাঃ, যাঃ, ন্যাকামি…যা,

শীগ্‌গীর করে কাপড় পরে আয় গে'।···সন্ধ্যে সাতটা থেকে···তা দেরী থা'ক, তোকে এখনি আসতে হবে।···তাহলে শীগ্‌গীর করে আয়।··· ৩০৫ নম্বর মেয়ে ইস্কুলটা দেখেছিস্ তো? তার দুখানা বাড়ীর পর··· বিশ মিনিট?···আচ্ছা, আচ্ছা।

টেলিফোন রাখিয়া দিল

কই ডলি আসে নি' এখনো?

বাঁদিকে দরজার নিকট গিয়া ডাকিল "ডলি, ডলি"। নেপথ্য হইতে উত্তর আসিল "যাই"। বাঁ-দিকের দরজা দিয়া ডলির প্রবেশ। বয়স দশ এগার ফ্রক পরা, বেণী দোলানো

উৎপলা। ডলি, সেই দোলন-চাঁপার নাচটা আজকে নাচতে পারবি?

ডলি। (মাথা অনেকখানি হেলাইয়া) হাঁ···।

উৎপলা। ইস্, অ্যানা প্যাভলোভা! কই নাচতো দেখি।

ডলি। তুমি শিখিয়ে দাও।

উৎপলা। ও, তাই বল। আচ্ছা, দিচ্ছি শিখিয়ে। আগে ফ্রকটা বদলে একখানা শাড়ী প'রে আয়।

ডলি। সেই চাঁপারঙা?

উৎপলা। না, সেটা এখন থাক। আর যাহো'ক কিছু পরে' আয়।

ডলি। (আবদারের সুরে) তুমি ভাল করে পরিয়ে দেবে চল না।

উৎপলা। আচ্ছা, চল্।

উভয়ে প্রস্থানোদ্যত। ডলি দরজার কাছে থমকিয়া দাঁড়াইল

ডলি। মেজদি', একটু দাঁড়াও।

ছুটিয়া মনোরমার কাছে গিয়া তাঁহার কাণে-কাণে কি বলিল। মনোরমা হাসিলেন

ভূদেব। (কিছুই না বুঝিয়া) না, না, অত চকোলেট খাওয়া ভাল নয়।

ডলি। দূর! মা, কি বললুম বলো না যেন কাউকে, খবরদার!

মনোরমা। আচ্ছা, আচ্ছা, বলব না, যা।

ডলি ও উৎপলার বাঁ-দিকে প্রস্থান

মনোরমা। (ভূদেবের প্রতি) মামাবাবু, আপনি বসবেন এখানে? আমাদের ওঘরে এখনো অনেক কাজ বাকি আছে।

ভূদেব। আমিও যাই। বড়রাণীকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানিয়ে আসিগে'। উর্ম্মিলা কোথায়?

মনোরমা। ওপরে বোধ হয়। আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্চি। (স্বামীর প্রতি) আর দাঁড়িয়ে থেকো না, এস।

মনোরমা যাইতে যাইতে থামিয়া টেবিলের উপর হইতে ফাইলটি গুছাইয়া লইয়া বাস্কেটে রাখিয়া দিলেন। ফাইলের নীচে একখানা চিঠি ছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। উঠাইয়া দেখিলেন

মনোরমা। (কণ্ঠস্বরে আসন্ন ঝটিকার আভাস) এর মানে কি?

ক্ষিতীশ। (ধরা পড়িয়া) ওটা? ও হাঁ, তোমাকে বলতে মনে ছিল না,···এখনি বলব ভেবেছিলুম।· পরিমল আজকে আসবে।

মনোরমা। আসবে তা তো তার চিঠিতেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তা'কে আসতে লিখলে কে ?

ক্ষিতীশ। আমি লিখেছিলুম।

মনোরমা মুখ আঁধার করিয়া বসিয়া পড়িলেন

রাগ করো' না, আজ একটি দিন বই তো নয়।

মনোরমা। একটি দিনই বা কেন! তুমি বেশ জান পরিমলের এ বাড়ীতে আসা আমি পছন্দ করি নে'।...তবু ..

ক্ষিতীশ। পছন্দ কর না, তাতো জানি। কিন্তু দেখ, সে মহীতোষের ছেলে...বাড়ীতে একটা উৎসবে ..

মনোরমা। বেশ তো, তোমার বন্ধুর ছেলেকে তুমি বাড়ীতে ডাকিয়ে যত ইচ্ছে আদর করো। কিন্তু আগে মিলির বিয়েটা হয়ে যা'ক। তারপর আমি কোন কথাই কইব না।

ভূদেব। কেন মা, পরিমল তো বেশ ভাল ছেলে বলেই জানতুম ; সে এমন কি কিছু করেছে, যাতে ?

ক্ষিতীশ। কিছুই না। পরিমলের অপরাধের মধ্যে তার টাকা নেই।

মনোরমা। তুমি আবার সেই সব পুরণো কথা খুঁচিয়ে তুলছ !

ক্ষিতীশ। কথা পুরণো হলেই তো আর যুক্তিসঙ্গত হয়ে ওঠে না ; অন্যায়টা অন্যায়ই থেকে যায়।

মনোরমা। অন্যায় ! আচ্ছা, মামাবাবু, আপনিই বলুন তো, আমি কী অন্যায় বলেছি। শিশিরের মত এমন সবদিক দিয়ে সুপাত্র কোথায় পাওয়া যাবে। শিশিরের সঙ্গে উর্ম্মিলার বিয়ে তো এতদিন

হয়েই যেতো, কিন্তু পরিমল যখন থেকে এ বাড়ীতে আনাগোনা সুরু করেছে, তখন থেকেই মিলি যেন কেমন ধারা হয়ে গেছে। বিয়ের কথা বললেই বলে 'আরো কিছুদিন যা'ক'।

ক্ষিতীশ। তা মিলি যদি পরিমলকেই ভাল মনে করে···

মনোরমা। মিলি ভালমন্দের কি বোঝে! চাল নেই, চুলো নেই; নামেই শুধু ব্যারিষ্টার। এতদিন থেকে হাইকোর্টে বেরুচ্চে, কিন্তু কিচ্ছু পসার হলো' না। কি করেই বা হবে···চেষ্টা থাকলে তো। আবার আজকাল নাকি কবিতা লেখে—তাও আবার বাংলায়। ইংরিজিতে লিখলেও না হয় জজদের নজরে টজরে পড়তে পারত।

ক্ষিতীশ। সেটা এমন কিছু অপরাধ নয়, যার জন্যে তাকে সেদিন অমন করে কথা শুনিয়ে দেওয়া তোমার উচিত হয়েছে।

মনোরমা। শোন কথা! কী এমন বলেছি আমি? তারই ভাল'র জন্যে দুটো উপদেশ দিয়েছিলুম। তা', আমাকে 'কাকিমা' বলে ডাকে, আমি বলতে পারি নে?

ক্ষিতীশ। উপদেশ দেবারও তো রকম আছে! তার পর থেকেই তো সে রাগ করে আর আসে নি'।

মনোরমা। তা' না এসেছে ভালই হয়েছে। আমি আশা করে আছি যে আজকে শিশিরের সঙ্গে বিয়েতে মিলি মন স্থির করে ফেলবে, এর মধ্যে তুমি আবার কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে আছ বল তো।

ক্ষিতীশ। যাই হোক, অনেকদিন পর পরিমল আজকে আসচে। আজকে যেন তাকে আর উপদেশ দিতে বসো না।

মনোরমা। আমার দরকার। আমার তার সঙ্গে কথাই কইবার অবসর হবে না।

পরিমলের চিঠিখানি ছিঁড়িয়া বাস্কেটে ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হলঘরের দরজা দিয়া রঘুয়ার প্রবেশ

রঘুয়া। মিষ্টার পরিমল বোস্।

পরিমলের প্রবেশ। রঘুয়ার প্রস্থান

কয়েক মুহূর্ত্ত আড়ষ্ট নিস্তব্ধতায় কাটিয়া গেল

ভূদেব। এস পরিমল, ভাল আছ তো ?

পরিমল। এই যে দাদামশাই, এসেছেন। আমি ভাবছিলুম আমিই বুঝি সবার আগে। (কৈফিয়তের সুরে) ভাবলুম, অনেকদিন আসা হয়ে ওঠে নি' ; একেবারে নেমন্তন্ন খাবার সময় হাজির হব !…একটু আগেই যাই।

ভূদেব। তা' বেশ তো', বস।

পরিমল। হাঁ বসচি। কাকিমা, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন…

মনোরমা। না, আমি বসব না ; একটু ব্যস্ত আছি।

মনোরমার প্রস্থান

পরিমল মনোরমার অবহেলা বুঝিল, কিন্তু গায়ে মাখিল না

পরিমল। কাকাবাবু, আমার চিঠি পান নি' ?

ক্ষিতীশ। হাঁ, পেয়েছি।

পরিমল। এরা সব কোথায় ? দাদামশাই, আপনার জুড়িদারকে দেখছিনে' যে ?

ভূদেব। পলি এই একটু আগে ওপরে গেছে। ডলিকে নাচ শেখাবে তাই কাপড় পরাণো হচ্চে।

ক্ষিতীশ। পরিমল, তুমি আগে এসেছ, ভালই হয়েছে। তোমার কাকিমা আমার ওপরে হলঘর সাজাবার ভার দিয়েছেন। আমায় একটু সাহায্য করবে এস।

পরিমল। বেশ তো, চলুন না।

ক্ষিতীশ ও পরিমলের হলঘরের দিকে প্রস্থান

বাঁ-দিক হইতে উৎপলার প্রবেশ

উৎপলা। দাদামশাই, পরিমলবাবুর গলা শুনলুম যেন?

ভূদেব। হাঁ, ক্ষিতীশ তাকে আসতে লিখেছিল, তোর মা জানত না।

উৎপলা। তাই নাকি? দাদামশাই, তাহলে তোমার নেমন্তন্ন খাবার দিন আবার পেছিয়ে গেল।

ভূদেব। পেছিয়ে গেল, না এগিয়ে এল?

উৎপলা। কি করে?

ভূদেব। প্রতিদ্বন্দ্বীকে আবার রণক্ষেত্রে দেখে শিশির এবার চটপট যুদ্ধজয় করে নেবার চেষ্টা করবে।

উৎপলা। যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে সাহসের দরকার যে। জানতো, "নান্ বাট্ দি ব্রেভ ·।" কিন্তু শিশিরবাবু যে লাজুক।

ভূদেব। তা বটে। তবে ভরসা এই যে ভালবাসা ভীরুকেও সাহসী করে তোলে।

উৎপলা। আর যদি দিদি শিশিরবাবুকে না চায়।

ভূদেব। তার মানে পরিমলের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। আমাদের ইতর জনের পক্ষে মিষ্টান্ন একরকম করে এলেই হল।

উৎপলা। আচ্ছা দাদামশাই, তোমার কি মনে হয়? কার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হবে?

ভূদেব। কি জানি ভাই, তোদের চরিত্র; দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। তুই কিছু বুঝতে পারিস্?

উৎপলা। উঁহু। আমার মনে হয় দিদি নিজেই এখনো নিজের মন বুঝতে পারেনি; দোটানায় পড়ে গেছে।

ভূদেব। আচ্ছা, বাজি ধরা যা'ক। আমি পরিমলের দিকে। যদি হারি দশ টাকা দেব।

উৎপলা। আমি শিশিরবাবুর দিকে। কিন্তু আমার তো টাকা নেই। দশটা কিল—রাজি থাকো ত বল।

ভূদেব। না বাপু, তোদের টেনিসখেলা মুঠোর কিল এ বুড়ো হাড়ে সইতে পারব না। তাহলে বাজি ধরে কাজ নেই। পরিমল যদি আমার হয়ে···

উৎপলা। চুপ! ঐ দিদি আসচে।

উর্ম্মিলার ডানদিক দিয়া প্রবেশ। বয়স কুড়ি, একুশ। প্রসাধন শেষ করিয়া একখানি রঙীন শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে। হাতে একখানি ইংরেজি বই, তর্জ্জনী দ্বারা পঠিত পৃষ্ঠা চিহ্নিত করা। একটু গাম্ভীর্য্যময় দূরত্ব রাখিয়া কথা বলা অভ্যাস

উর্ম্মিলা। এই যে দাদামশাই। কতক্ষণ?

ভূদেব। অনেকক্ষণ এসেছি দিদি। বড়-রাণি, জন্মদিনের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

উর্ম্মিলা। ধন্যবাদ। (ভূদেবের পার্শ্বে বসিল) পলি, এখনো তৈরি হয়ে নিস্‌নি যে?

উৎপলা। হাঁ, এই যাই। আবার ডলিকে একটা নাচ শেখাতে হবে। মণিকাদি আসতে পারবে না।

উর্ম্মিলা। মণিকা আসবে না? সে আমি আগেই জানতুম।

উৎপলা। না, এই একটু আগে তার মা ফোন করেছেন যে হঠাৎ তার অসুখ করেছে।

উর্ম্মিলা। অসুখ না ছাই। গান গেয়ে নাম হয়েছে কি না, এখন নিজেকে শস্তা করতে চায় না।

উৎপলা। তাহলে দিদি, তুমি একবার তাঁকে ফোন করে দেখ না।

উর্ম্মিলা। কক্ষণো না। যে নিজে ইচ্ছে করে এলোনা, তাকে সাধতে যাব আমি! এর জন্যে যদি উৎসব নাও হয়, তবু একটি কথাও আমার মুখ থেকে বেরোবে না।

উৎপলা। (প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য) ডলিটা এত দেরী করছে কেন? কাপড় পরা তো কোন কালে হয়ে গেছে। ডলি…ডলি…

ডাকিতে ডাকিতে বাঁ-দিকে চলিয়া গেল

ভূদেব। ওখানা কি বই, দেখি।

উর্ম্মিলা। (হাতে দিয়া) পড়েন নি?

ভূদেব। না।

উর্ম্মিলা। সে-কি, এত নাম।

ভূদেব। বই পড়বার অভ্যেস অনেককাল নেই ভাই; এখন আবার

তোদের দেখাদেখি শিখতে হবে। পড়া হলে দিস্ তো। কেমন বই ?

উর্ম্মিলা। রামঃ, না আছে প্লট, না আছে একটা ক্যারাক্টার। কি করে যে এত নাম হয়, তাই ভাবি।

উৎপলা ও ডলির প্রবেশ

ডলি শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। উৎপলা টেবিল হারমোনিয়মের নিকট বসিল। ডলি নাচের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল

উর্ম্মিলা। পলি, মিসেস্ হালদার আসচেন তো আজ ?

উৎপলা। আসবার তো কথা আছে।

উর্ম্মিলা। তাহলে দাদামশাই, আজকে একটা মজার জিনিস দেখতে পাবে। দেখো হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি না ছিঁড়ে যায়।

ভূদেব। কি জিনিস ?

উর্ম্মিলা। ঐ মিসেস্ হালদার। বয়েস চল্লিশ পার হয়েছে, কিন্তু সাজগোজের বাহার একটুও কমেনি। মুখে এত রং মাখেন যে দিনের বেলা দেখলে মনে হয় যেন মুখোস পরেছেন। তাই না পলি ?

উৎপলা। হাঁ। কিন্তু দিদি, তোমরা একটু চুপ করনা ভাই; ডলির নাচটা শেখা হয়ে যাক।

উৎপলা গান গাহিতে আরম্ভ করিল। ডলি গানের ভাবানুযায়ী অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। উর্ম্মিলা ও উৎপলা মাঝে মাঝে গান বন্ধ করিয়া ডলির ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু ডলির ঠিকমত হইল না

প্রথম অঙ্ক

উর্ম্মিলা। ওর অমনি হবে না। সব ভুলে গেছে। পলি, তুই ওকে দেখিয়ে দে। আমি গাইছি।

উর্ম্মিলার গান ও উৎপলার নৃত্য। ডলি মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল

গান

পলাশের পালা গেয়ে মধুমাস কাছে আসে
মলয়া রচিয়া চলে কি কবিতা নীলাকাশে।
অশোকে দুলিয়ে দোলা
কে কুমারী আপন ভোলা
নবীন রবির ছবি নদীর আমোদে হাসে।
সবুজ ঘাসের কোলে প্রজাপতি নাটে
ফুল তুলে খেলা করে সারা বেলা কাটে।
কুহুর বাঁশরীখানি
কে দিল ভুবনে আনি
ফোটালে প্রাণের কুঁড়ি মরম মরুর পাশে॥

গানের শেষের দিকে হলঘর হইতে পরিমলের প্রবেশ

পরিমল। দাদামশাই, এ ঘরে আছেন ?

উর্ম্মিলার গান তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল। উৎপলা নত হইয়া একটা বিশেষ ভঙ্গী-সহকারে মাথা নীচু করিয়াছিল। সেই ভঙ্গীটি চট করিয়া ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া ভাব দেখাইল যেন ঘরের মেঝেতে কোন হারাণো জিনিস খুঁজিতেছে। ভূদেব মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরিমল একটু দাঁড়াইয়া ঘটনাটি বুঝিয়া লইল

পরিমল। কি খুঁজছ উৎপলা ?

উৎপলা। এই, আমার কাণের দুলটা···কোথায় পড়ে গেছে···দেখি তো সোফার নীচেটায়।

পরিমল। আমি থাকলে বোধ হয় খুঁজবার অসুবিধে হবে ; আমি যাই, কি বল ?

উৎপলা। না না, আপনি বসুন না। আচ্ছা, পরে খুঁজলেই হবে।

উঠিয়া আসিল

পরিমল। তাইতো, দু'কাণ থেকে দুটোই যে পড়ে গেছে দেখছি। নাচবার সময় ও সব গয়না কি পরতে আছে।

উৎপলা। কে বললে আমি নাচ্‌ছিলুম ?

পরিমল। আহা, একটু বাদে যখন সবাই দেখতেই পাবে তখন অত লজ্জাটা কিসের ?

ভূদেব। না হে ভায়া, উৎপলার নাচটা আজকের প্রোগ্রামে নেই। ওটুকু আমার অদৃষ্টে উপরি লাভ হয়ে গেল।

পরিমল। তা' গাইতে তো আর কোন লজ্জা নেই ; উর্ম্মিলা-দেবীর গানটা থামল কেন ?

উর্ম্মিলা। পলি, আমি চললুম। মা অনেকক্ষণ আগে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

পরিমল। (অগ্রসর হইয়া) তাহলে এই অবকাশে আপনার জন্মদিনের অভিনন্দনটা সেরে নিই।

উর্ম্মিলা পরিমলের প্রতি দৃকপাত না করিয়া বাঁ-দিকে চলিয়া গেল

ডলি। (ডাকিয়া) বড়দি, আমার সেই চাঁপারঙ্গের শাড়ীখানা।

উর্ম্মিলা। (যাইতে যাইতে মুখ না ফিরাইয়া) আয়, নিয়ে যা’।

উর্ম্মিলা ও ডলির প্রস্থান

পরিমল। দাদামশাই, এটা কোন দেশী ভদ্রতা ?

ভূদেব। তোমার অদৃষ্ট ভাল ভায়া, যে এটা ভদ্রতা নয়, এর অন্য নাম আছে।

পরিমল। কি নাম ?

ভূদেব। এর নাম হচ্চে “রাগ”।

উৎপলা। আর বাইরে যেটা হচ্চে “রাগ”…

ভূদেব। ভেতরে তারই নাম “অনুরাগ”।

পরিমল। না না, দাদামশাই, কি-যে বলেন। আমি হয়তো না জেনে কোন অপরাধ করে ফেলেছি যা’র জন্যে…

ভূদেব। অপরাধ তো একটু আগেই কবুল করেছ। অনেকদিন আস নি’, সেইটেই তো যথেষ্ট অপরাধ।

পরিমল। না, দাদামশাই, তার জন্যে কি এতটা রাগ হতে পারে! আমি জন্মদিনের অভিনন্দন জানাতে গেলুম…

ভূদেব। ভয় পেয়ো না পরিমল। বাইরের রাগটা যত বেশী দেখছ, ভেতরের না-দেখা জিনিসটাও তেমনি বেশী ধরে নিতে হবে কি না।

পরিমল। এটা আমার ওপরে বড্ড অবিচার কিন্তু। আমাকে ক্ষমা চাইবার সুযোগটাও দিলেন না।

ভূদেব। কিছু ভেবো না পরিমল। রাগটা একটু পাকতে দাও। দেখেছ তো আমটি যখন পাকে তখন একটু হাওয়াতেই টুপ করে খসে’

যায়। রাগ থাকলে পর তোমায় আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না, এক কথাতেই জল হয়ে যাবে।

পরিমল। না, দাদামশাই, সে ভরসা নিয়ে তো থাকতে পারছি নে’। এর পর সব লোকজন এসে পড়লে কথা কইবার সুযোগটুকু পর্য্যন্ত হারাব।

বাঁ-দিকে প্রস্থান

উৎপলা। দাদামশাই, মানুষকে এরকম মিছিমিছি আশা দেওয়াটা কি ভাল?

ভূদেব। মিছিমিছি কে বললে? তোর দিদির ভদ্রতার অভাবটা তো আর সত্যি নয়।

উৎপলা। কি জানি, এ রকমটা আর কখনো দেখি নি’। আমার কিন্তু মনে হয়, পরিমলবাবুর এখানে আজকে আসাটা দিদি পছন্দ করছে না।

ভূদেব। ওরে, মনে যদি তাই থাকৃত, তাহলে মুখের ভদ্রতায় কোন ত্রুটি হ’ত না। সেটুকু শিক্ষা তোর দিদির আছে।

রঘুয়ার সহিত দীপ্তির প্রবেশ

রঘুয়া। মিস্ দীপ্তি রায়।

রঘুয়ার প্রস্থান

উৎপলা। দীপ্তি, আয়। দেরী হ’ল যে? বাড়ী চিনতে কোন মুস্কিল হয়নি’ তো?

দীপ্তি। তা' একটু হয়েছিল বইকি। তোদের রাস্তার যা' এলোমেলো সব নম্বর।

ভূদেবকে দেখিতে পাইয়া একটু সঙ্কুচিত হইল

উৎপলা। ও, আয়, তোদের পরিচয় করে দিই। মিস্ দীপ্তি রায়—মিঃ ভূদেব চৌধুরী।

ভূদেব। দূর বোকা! মিঃ চৌধুরী বললে ও কি-বুঝবে? (দীপ্তির প্রতি) আমি উৎপলার দাদামশাই। (দীপ্তি নমস্কার করিল) বসুন মিস্ রায়।

দীপ্তি। আপনার কাছে আমি "মিস্ রায়" নই দাদামশাই, শুধু দীপ্তি। (বসিল)

ভূদেব। তথাস্তু। সত্যি কথা বলতে কি, ও মিস্ রায়-টায়গুলো আমি মোটেই মনে রাখতে পারি নে'। মানুষের ব্যক্তিত্বের ছাপটা তার নামের সঙ্গে যেমন বেশ জড়িয়ে যায়, পদবীর সঙ্গে তেমন নয়। এর পর "মিস্ রায়" শুনলে হয়তো অন্যমনস্ক থাকতেও পারি, কিন্তু "দীপ্তি" নামটি একেবারে কাণের ভিতর দিয়া পশিবে মরমে।

উৎপলা। দাদামশাই, নাম শুনেই যে আকুল হয়ে উঠলে, তবু তো এখনো গুণের পরিচয় পাও নি'।

দীপ্তি। সুতরাং এইবেলা আমার সরে পড়াই ভাল। পরিচয় পেলেই "পসার" একদম মাটি।

ভূদেব। ওরে, কারো কারো পরিচয় বইয়ের খোলা পাতার মত তাদের

মুখের ওপরেই লেখা থাকে। যা'র চোখ আছে সেই পড়ে' নিতে পারে।

উৎপলা। আচ্ছা দাদামশাই, বুঝব তোমার দৃষ্টিশক্তি; বল দেখি ওর পরিচয়?

ভূদেব। বলছি, মিলিয়ে নে'। (দীপ্তির মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন; দীপ্তি মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল) দীপ্তি রায়—সুন্দরী···

উৎপলা। নিশ্চয়, সে তো সবাই দেখতে পাচ্ছে—

কোঁকড়ানো চুলঘেরা মুখখানি মিষ্টি
ভাসা ভাসা চোখ থেকে মনকাড়া দিষ্টি।

ভূদেব। তরুণী ··

উৎপলা। অবশ্য। এ হ'ল বর্ণনা। পরিচয় নয়।

ভূদেব। শিক্ষিতা ··

উৎপলা। এটা ফাঁকি, তুমি আগেই জানতে।

ভূদেব। সঙ্গীতে নিপুণা······

উৎপলা। এও ফাঁকি। একটু আগেই তুমি শুনেছ।

ভূদেব। সরলতার আবরণে ঢাকা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি······

উৎপলা। যে কোন মেয়ের সম্বন্ধেই একথা বলা যেতে পারে। সবাই ভাববে তার সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্চে। তারপর?

ভূদেব। অত্যন্ত কোমল স্বভাবা। কারো মনে ব্যথা দিতে জানে না···

উৎপলা। ভুল নম্বর এক। তার প্রমাণ, অন্ততঃ তিনচার জন ভদ্র যুবক······

দীপ্তি। (উঠিয়া) পলি, আমি তবে চললুম।

উৎপলা। আচ্ছা, আচ্ছা, বলব না, তুই বস। দাদামশাই, প্রমাণ দিতে বারণ। যাহো'ক, আমি বলছি, তুমি মেনে নিতে পার যে এখানে তোমার ভুল হয়েছে। আচ্ছা, তারপর ?

পিছন হইতে ক্ষিতীশের প্রবেশ

ক্ষিতীশ। (দীপ্তির উদ্দেশে) এই যে উর্ম্মিলা। মা, সেই রূপোর ফুলদানিটে কোথায় জানিস্ ?

দীপ্তি বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইতেই উৎপলা তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল

উৎপলা। হাঁ, জানে, কিন্তু বলবে না।

ক্ষিতীশ। কাজের সময় দুষ্টুমি করিস্‌নে' পলি। (দীপ্তির প্রতি) জানিস্ তো বল না। তোর মা সেটা খুঁজে খুঁজে ··

ক্ষিতীশ অগ্রসর হইলেন। উৎপলা সরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষিতীশ দীপ্তিকে দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন

একি, উর্ম্মিলা নয়! আমি ভেবেছি—

দীপ্তি। না, আমি উর্ম্মিলা নই। (উঠিলেন)

উৎপলা। কাজেই ফুলদানি কোথায় তা জানে না।

দীপ্তি। তবে খুঁজবার সাহায্য করতে পারি।

উৎপলা। চিনতে পারলে না বাবা। ও দীপ্তি। ঐ যে সেদিন গুপ্ত সাহেবের পার্টিতে···

ক্ষিতীশ। হাঁ হাঁ আর বলতে হবে না। (দীপ্তির প্রতি) ব'স মা ব'স। (দীপ্তি বসিলেন) কতক্ষণ এসেছ মা?

দীপ্তি। এই মিনিট দশেক হবে।

ক্ষিতীশ। প্রফেসর রায় ভাল আছেন?

দীপ্তি। হাঁ।

ক্ষিতীশ। তুমি এসেছ, বেশ। আজকে আবার তোমার গান শোনা যাবে। পলির কাছে শুনেছ বোধ হয় সেদিন তোমার গান আমার খুব ভাল লেগেছিল।

উৎপলা। হাঁ, তাইতে তো দেখে চিনতেও পার নি'।

ক্ষিতীশ। তা কি করব। পেছন থেকে দুজনকে একই রকম দেখতে। আর আজ উর্ম্মিলাও এই রকম একখানা শাড়ী পড়েছে—তাই হঠাৎ দেখে ভুল হয়ে গিয়েছিল।

রঘুয়ার প্রবেশ

রঘুয়া। মিসেস হালদার কাম।

উৎপলা। সর্ব্বনাশ! এত আগে! কই, কোথায়?

রঘুয়া। সিট দি হল। কলিং বড়া সাব।

ক্ষিতীশ। পলি, তুই ওঁকে বলগে যা, আমি এখন ব্যস্ত আছি; একটু পরে যাব।

উৎপলা। সে কি হয় বাবা! তিনি ডাকছেন বড় সাহেবকে। তোমার বদলে আমাকে দেখলেই চটে যাবেন।

ক্ষিতীশ। তাহলে তোর মাকে ডেকে দে না পলি।

উৎপলা। তা দিচ্ছি। দীপ্তি, এইবেলা পালাই চল। যদি এ ঘরে এসে পড়েন, তবে আর রক্ষে থাকবে না।

দীপ্তিকে টানিয়া লইয়া বাঁ দিকে প্রস্থান

ক্ষিতীশ। (রঘুয়ার প্রতি) তুই বলগে' যা, আমি এখনি যাচ্ছি, আপনি একটু বসুন।

রঘুয়া। অল রাইট, সার।

রঘুয়ার প্রস্থান

ভূদেব। মানুষটা কি সত্যিই ভয়ানক?

ক্ষিতীশ। বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষে করে দেখুন না। ঐ ঘরেই তো আছেন।

ভূদেব। না, থাক, আমার কৌতূহল তত বেশী নয়। তবু তোমার মুখে শুনি রকমটা।

ক্ষিতীশ। তাহলে শুনুন। তাঁর ভয়ানকত্বের প্রথম দফা হচ্চে অত্যন্ত বেশী কথা বলা। আর তাঁর প্রধান বলবার কথা হচ্চে লোকের নাড়িনক্ষত্রের খবর—অবশ্যি শুধু মন্দ দিকটা। তার সঙ্গে মিশিয়ে নেন যত ইচ্ছে জনশ্রুতি আর নিজস্ব কল্পনা।

ভূদেব। তাই নাকি? তা' পেন্‌সন নেবার পর থেকে আমারও পেশা অনেকটা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার সঙ্গে মিলবে ভাল।

ক্ষিতীশ। কিন্তু দেখবেন, হঠাৎ যদি আপনাকে তাঁর ভাল লেগে যায়, তখন বিপদটা কিন্তু হয়ে উঠবে দুঃসহ রকমের।

ভূদেব। সে কি কথা? ভাল লাগলে আবার বিপদটা কিসের?

ক্ষিতীশ। আমি ঐটুকুই বললুম, এখন আপনি বুঝে নিন্।

জন্মতিথি

ক্ষিতীশ টেবিলের নিকট গিয়া একটা কাগজে নক্সা আঁকিতে লাগিলেন। উর্ম্মিলা
বাঁ-দিকের দরজা দিয়া ত্বরিতপদে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল।
তাহার পর নিজেকে সামলাইয়া লইয়া স্বাভাবিক ভাবে
আসিয়া ভূদেবের ডানদিকে সোফায় বসিল

ভূদেব। কি বড়-রাণি, অত হাঁপাচ্চিস্ যে।

উর্ম্মিলা। না, কই, হাঁপাচ্চি আবার কোথায়?

ভূদেব। তা হবে, আমারই দেখবার ভুল। কিন্তু যখন ঘরে ঢুকলি, ঠিক মনে হল যেন বাঘের হাত থেকে পালিয়ে এলি।

উর্ম্মিলা। তোমার যেমন কথা!…এই যে বইখানা তোমার কাছে। বইখানা খুঁজবার জন্যে তিনবার ওপর আর নীচ করে হায়রাণ হয়ে পড়েছি, আমি কি জানি যে তুমি নিয়ে বসে আছ। দাও।

ভূদেব। এই নে'। এর যদি এতই দাম, তবে ফেলে গিয়েছিলি কেন?

বাঁ-দিক হইতে পরিমলের প্রবেশ। উর্ম্মিলাকে দেখিয়া
তাহার মুখ উজ্জ্বল হইল

পরিমল। দাদামশাই, আপনি তখন যে বলছিলেন, সে কথাটা আমার বেশ এ মনে হয়…(অগ্রসর হইল)

ভূদেব। কোন কথা?…(পরিমলের ছল বুঝিতে পারিয়া) ও, হাঁ, কেমন, বুঝে দেখ, ঠিক বলেছি কি না।…এস, এস, বস।

পরিমল ভূদেবের বাঁ-দিকে বসিল

উর্ম্মিলা। দাদামশাই, তোমাদের কথাটা বোধ হয় গোপনীয় ?

ভূদেব। না, গোপনীয় আর কি। কি বল পরিমল ?

উর্ম্মিলা। তা' হোক, তোমরা কথা বল। আমি যাই বইখানা শেষ করি গে'।

উর্ম্মিলা উঠিয়া হলঘরের দিকে অগ্রসর হইল। পরিমল কৌতুক মিনতির দৃষ্টিতে ভূদেবের দিকে চাহিল। ততক্ষণে উর্ম্মিলা দরজার নিকট পৌঁছিয়াছে…

ভূদেব। বড়-রাণি, ওঘরে যাচ্ছ, ভালই। মিসেস হালদার অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন। তাঁর কাছে একটু বস গে'।

উর্ম্মিলা। (থমকিয়া দাঁড়াইল) তাই নাকি ?

ফিরিয়া আসিয়া দূরে অন্য একটি সোফায় বসিল

পরিমল। (কাছে গিয়া ক্ষিতীশের প্রতি) কাকাবাবু, সেই ফুলদানিটার কথা উর্ম্মিলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছেন ?

ক্ষিতীশ। ও, মিলি, সেই রূপোর বড় ফুলদানিটা কোথায় জানিস্ ?

উর্ম্মিলা। হাঁ, এনে দিচ্চি।

উঠিয়া বাঁ-দিকে অগ্রসর হইল

পরিমল। (উঠিয়া) আমিও যাই, ফুলগুলো একেবারে সাজিয়েই নিয়ে আসি গে'।

উর্ম্মিলা। (থমকিয়া দাঁড়াইল) ও, সেটা তো হলঘরেই আছে।

হলঘরের দিকে প্রস্থান। পরিমল তাহার অনুসরণ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় ক্ষিতীশ ডাকিলেন

ক্ষিতীশ। পরিমল, এই যে, এই প্ল্যানটা দেখতো। ঘরখানা এমনি করে সাজালে কেমন হবে? (পরিমলের নিকট আসিলেন) এই দেখ, এটুকু হচ্চে ষ্টেজ। তার পর খানিকটে জায়গা খালি রাখতে হবে···

পরিমল। হাঁ, তা তো রাখতেই হবে।

ক্ষিতীশ। ডানদিকের এই কয় সার চেয়ার থাকবে মেয়েদের জন্যে।

পরিমল। হাঁ, ওই বেশ হবে, বেশ হবে। (পকেটে হাত দিয়া) ওই যাঃ, আমার রুমালখানা বুঝি ও-ঘরে ফেলে এসেছি।···আমি আসচি এখনি।

পরিমল হলের দরজা পর্য্যন্ত গিয়াছে এমন সময় নেপথ্যে মিসেস্ হালদারের সাড়া পাওয়া গেল, "আমি আসতে পারি কি?" পরক্ষণেই পর্দ্দা সরাইয়া মিসেস্ হালদারের প্রবেশ। যৌবনের সীমা পার হইয়া গিয়াছে। বিধবার বেশ ভূষার মধ্যে যতদূর পরিপাট্য সম্ভব তাহা করিয়াছেন। মুখে পাউডারের প্রলেপ। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ

হালদার। মিষ্টার বোস্, আগেই এসেছ দেখছি, কতক্ষণ?

পরিমল। এই খানিকটে আগে।

পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল

হালদার। (পলায়িত পরিমলের উদ্দেশে ভ্রুকুটি করিয়া) মাই গুড্‌নেস, দেখেছেন মিঃ মিত্র, আজকালকার ইয়ং ম্যানেদের ম্যানার্স দেখেছেন। একজন লেডির সঙ্গে দেখা, তা' গুড ইভনিংটে পর্য্যন্ত করলে না।

ক্ষিতীশ। গুড ইভনিং, গুড ইভনিং মিসেস্ হালদার।

হালদার। গুড ইভনিং মিঃ মিত্র। আমি ভাবছিলুম, আপনি বুঝি ওপরে। এখন মিলি বললে আপনি এ ঘরে আছেন। মিলি ভারি বিজি দেখলুম; বললুম, আয়, তোর জন্মদিনে তোকে কনগ্রাচুলেট করি—তা' একটু দাঁড়ালেও না।

ভূদেব। হাঁ, ওর ব্যস্ত হবার বিশেষ কারণ ছিল।

হালদার। (ক্ষিতীশের প্রতি) ইনি…?

ক্ষিতীশ। ও, আসুন আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। মিঃ ভূদেব চৌধুরী, আমার মামাশ্বশুর, রিটায়ার্ড সাবর্ডিনেট জজ—মিসেস্ হালদার, ব্যারিষ্টার মিঃ সরকারের বোন্।

চৌধুরী। গুড ইভনিং, মিসেস হালদার। হাউ ডু ইউ ডু?

হালদার। গুড্ ইভনিং মিঃ চৌধুরী হাউ ডু ইউ ডু? আপনার কথা আমি মিসেস্ মিত্রের কাছে শুনেছি। আপনি রিটায়ার করেছেন কতদিন হল?

ভূদেব। এই মাস ছয়েক হবে।

ক্ষিতীশ। মিসেস্ হালদার, আমায় একটু মাপ করতে হবে। মামাবাবু, ততক্ষণ ওঁর সঙ্গে কথা বলুন, আমি মিসেস মিত্রকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ক্ষিতীশের প্রস্থান

হালদার। রিটায়ার করবার পর সময় কাটানো ভারী মুস্কিল বোধ হচ্চে, না?

ভূদেব। খুবই মুস্কিল। সময় কাটতেই চায় না। তাই উর্ম্মিলাদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করে খানিকটে করে সময় কাটিয়ে যাই। বাসা কাছে হলে এখানেই সারাদিন পড়ে' থাকতুম।

হালদার। কেন, আপনার বাসা কোথায় ?

ভূদেব। শ্যামপুকুরে।

হালদার। মাই গুডনেস্। শ্যামপুকুরে! ঐ নোংরা পাড়ায়! কেন ?

ভূদেব। আমার ছেলের আফিস ওখান থেকে কাছে হয় কি না তাই।

হালদার। ও, আপনার কার নেই বুঝি ?

ভূদেব। না।

হালদার। তাইতো! দেখুন আমার কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে, ও পাড়ায় থাকবার কথা ভাবতেও পারি নে'। দু'দণ্ড গিয়ে থাকতে গেলেও বিচ্ছিরি লাগে। এই তো গেল পরশু মিঃ মল্লিকের ওখানে টী-পার্টি ছিল। তাঁর বাড়ী ঐ শ্যামবাজারের দিকে—কি একটা পার্ক—বন্ধু-টন্ধু না-কি নাম······

ভূদেব। দেশবন্ধু পার্ক ?

হালদার। তা হবে।···তা মিঃ মল্লিক আমার অভ্যর্থনা করলেন বেশ গরম ভাবেই······

ভূদেব। কেন, তাঁর কি তখন মেজাজ ভাল ছিল না ?

হালদার। না, না, তা নয়। ইংরিজিতে যাকে বলে বেশ ওয়ার্ম্ রিসেপশান—খুব আদর যত্ন করলেন। কিন্তু আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারলুম না। যে নাস্‌টি কোয়ার্টার।

ভূদেব। তা তো সত্যিই। আপনার হল রিফাইণ্ড টেষ্ট।

হালদার। আর দেখুন, অনেকদিনের অভ্যেস কি না; বুঝেছেন মিঃ চৌধুরী, আমার যখন বিয়ে হল, সে আজ প্রায় বিশ বছরের কথা; মিঃ হালদার তখন······

ভূদেব। বিশ বছর! তাহলে আপনার খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলুন······

হালদার। না, তেমন অল্প বয়েস আর কি, এই উনিশ-কুড়ি বছর হবে।

ভূদেব। না না বলেন কি? আপনার বয়েস কি অত হবে! আমার তো দেখে মনে হচ্ছিল যে ত্রিশ পেরোয় নি'।

হালদার। (খুসি হইয়া) কি যে বলেন! ত্রিশ পেরিয়েছে বই কি। দেখি, (চিন্তা করিয়া) ও, আমার বলতে একটু ভুল হয়েছে। অতটা হবে না।···হাঁ, কি বলছিলুম?

ভূদেব। মিঃ হালদারের সৌভাগ্যের কথা।

হালদার। সৌভাগ্য?

ভূদেব। আপনার বিয়ের কথা বলছিলেন। সেটা তাঁর সৌভাগ্য নয়?

হালদার। ও, হাউ নটি। হাঁ, বলছিলুম কি, আমার যখন বিয়ে হয় তখন মিঃ হালদার ঐ পাড়ায় থাকতেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট বললুম—কাউকে খাতির করবার মানুষ আমি নই···যে, এ পাড়ায় যদি বাস করতে চাও, তবে একলা থাকতে হবে। হয় পাড়া ছাড়বে, নয় আমায় ছাড়বে।

ভূদেব। তিনি কি করলেন?

হালদার। তিনি তৎক্ষণাৎ ও পাড়া ছাড়লেন।

ভূদেব। নিশ্চয়। এ যে ছাড়তেই হবে। পাড়াতো অল্প

কথা। স্বর্গটা একটু পুরাণো হতে দিন। দেখবেন এর পর তিনি স্বর্গ ছেড়ে দিয়ে অনন্তকাল আপনার কাছেই থাকতে চাইবেন।

বাঁ-দিক হইতে উর্ম্মিলার প্রবেশ

উর্ম্মিলা। মিসেস্ হালদার, যদি কিছু মনে না করেন—মা আপনাকে ও-ঘরে ডাকচেন। তিনি কাজে ব্যস্ত আছেন বলে নিজে আসতে পারলেন না।

হালদার। ও, আচ্ছা! মিঃ চৌধুরী, এক্সকিউজ মি ফর এ মোমেণ্ট। আমি মিসেস্ মিত্রের সঙ্গে দেখা করেই আসচি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ পেলুম।

ভূদেবের প্রতি বিদায়সূচক সহাস্য গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বাঁ-দিকে প্রস্থান

উর্ম্মিলা। ব্যাপার কি দাদামশাই? ভারি ভাব যে! বস করলে কি-মন্ত্রে?

ভূদেব। মন্ত্র আর কি! ছুটো স্তবস্তুতি—দেবীরা চিরদিনই যাতে তুষ্ট হ'ন।

উর্ম্মিলা। বটে! তা তুমি বুঝি এখনো' টের পাও নি' যে এ-দেবী রুষ্ট হলেও যা' বিপদ, তুষ্ট হলেও তার চাইতে বড় কম নয়। সময় থাকতে পালাও।

ভূদেব। পালিয়ে যাব আর কোথায়? বাঁচবার কি জায়গা আছে?

উর্ম্মিলা। তবু দশজনের মাঝখানে বিপদ অনেক কম। শীগগির এস।

ভূদেব। চল।

উভয়ের হলঘরের দিকে প্রস্থান

রঘুয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

রঘুয়া। মিষ্টার শিশির ভাট্।

চারিদিকে চাহিয়া কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া
আবার সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

দৃশ্য শেষ

দ্বিতীয় অঙ্ক

মিঃ মিত্রের বাড়ীর পিছনদিকের বাগান। দৃশ্যের পৃষ্ঠপট বাড়ির দেওয়াল। মাঝামাঝি একটা দরজা, তাহা হইতে সিঁড়ি নামিয়া আসিয়াছে। দরজার দু' পাশে দুটি জানালা। ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু দরজা ও জানালায় পর্দ্দা থাকাতে ঘরের ভিতরটা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

সম্মুখে বাগানের মাঝখানে একটি মার্ব্বেল পাথরের নারীমূর্ত্তি; তাহার হাতে সুদৃশ্য আলোকাধারে আলো জ্বলিতেছে; কিন্তু রাত্রির অন্ধকার তাহাতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। মূর্ত্তির নীচে সামনের দিকে একখানি হেলান-দেওয়া বেঞ্চ।

দেওয়ালের কিনার দিয়া ফুলের কেয়ারি। সিঁড়ির উপর ও মূর্ত্তিকে ঘিরিয়া টবে সাজানো নানারকমের গাছ।

সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া উৎপলা ও দীপ্তি হাসিতেছিল। হাসি থামিলে ·····

উৎপলা। ওগো মশাই, যদি কাউকে কখনো সত্যি সত্যি ভালবেসে ফেলিস্, তখন বুঝবি এ-সব শুধু কথার কথা।

দীপ্তি। কক্ষণো না। এ কথা আমি কোনদিনই মানব না যে "ভালবাসা" মানুষের জীবনের "চরম জিনিস"।

উৎপলা। অন্ততঃ মেয়েমানুষের? জানিস্ তো বায়রণ কি বলেছেন। "পুরুষের ভালবাসা তার জীবন-যাত্রার মধ্যে একটা অধ্যায় মাত্র; কিন্তু রমণীর ভালবাসা তার জীবন-সর্ব্বস্ব।"

দীপ্তি। বায়রণ পুরুষ বলেই ও-কথা লিখেছেন। যে-মেয়ের আত্মসম্মান

বোধ আছে সেই ও-কথার প্রতিবাদ করবে। কোন পুরুষ আমার কাছে যতখানি ভালবাসা কামনা করবে ঠিক ততখানি ভালবাসাই তাকেও দিতে হবে।

উৎপলা। তাহলে তুই কখনো ভালবাসতে পারবি নে। সত্যি সত্যি ভালবাসলে মানুষ আত্মহারা হয়—হিসেব করবার মত মনের অবস্থা থাকে না।

দীপ্তি। (হাসিয়া) তুই জানলি কি করে? কাউকে সত্যি সত্যি ভালবেসেছিস না কি?

উৎপলা। না, কিন্তু আমার বিশ্বাস তাই।

দীপ্তি। তার কারণ তুই আমার চাইতে কাব্য উপন্যাস অনেক বেশী পড়েছিস। উপন্যাসের ঘটনা যে বাস্তব-জীবনে ঘটেনা, চোখ মেলে দেখলেই তা বুঝতে পারবি।

উৎপলা। উপন্যাস তো আর সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়। আত্মহারা হয়ে কেউ ভালবাসতে পারে বলে কি তোর মনে হয় না?

দীপ্তি। আত্মহারা মানে, যদি আত্মসম্মান বিসর্জ্জন হয়, তাহলে সে ভালবাসা মদের নেশার চাইতেও খারাপ জিনিস। তাকে আমি দূর থেকেই নমস্কার করি।

উৎপলা। কিন্তু সেই নেশা যদি একদিন মনকে পেয়ে বসে তাহলে ও-রকম হাজারগণ্ডা কথা দিয়েও তাকে বেঁধে রাখতে পারবি নে'। একথা ঠিক জানিস, মন্দিরে সত্যিই যেদিন দেবতা আসবে, সেদিন বলবি :—

গান

আমি দেবতা দুয়ারে দাসী...

দীপ্তি। (গান শেষ করিতে না দিয়া) এই কি তোর প্রেমের গান? প্রেম হবে সমানে সমানে। একজন দেবতা, আর একজন তার দাসী, এতে ভক্তি হতে পারে কিন্তু তাকে প্রেম বলিস্‌নে।

উৎপলা। দূর হতভাগি! গানটা শেষ করতেও দিলিনে।

দীপ্তি। ঐ ন্যাকামিভরা প্রেমের গানগুলো আমার একটুও ভাল লাগে না। তুই আর কোন গান গা।

উৎপলা। আচ্ছা, তবে প্রেমের গান কি রকম হওয়া উচিত তোর মুখে একটু শুনি।

দীপ্তি। এই শোন :—

গীত

মুখে মুখে বুকে বুকে ওগো সুখে দুখে তুমি থাকো
প্রেমের বাগানে বঁধু ফুলের পরাগ মাখো।
অ-ধর অধর ওযে ধরার আদর খোঁজে
স্বপনে গোপনে এসে আমার নয়নে আঁকো।
যায় দিবা যায় রাতি, তুমি আমি চির সাথী,
জীবনের মেঘে রোদে কোকিলের মত ডাকো।

ঘরের দরজা দিয়া রঘুয়ার প্রবেশ

রঘুয়া। মিস্ পলি, মাদার কলিং।

উৎপলা। হোয়াই?

রঘুয়া। কলিং, কলিং···

কথা যোগাইল না, ইঙ্গিতে বুঝাইল যে সে জানে না। তারপর পরাভবের লজ্জায় ছুটিয়া পলাইল। উৎপলা ও দীপ্তি হাসিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

উৎপলা। তুই একটু বস ভাই। আমি শুনে এখনি আসচি।

উৎপলার প্রস্থান

ডানদিক হইতে মিসেস হালদারের প্রবেশ

হালদার। মিস্ রায়, একলা বসে রয়েছ।

দীপ্তি। (উঠিয়া) হাঁ, এই একটু আগে……

হালদার। বেশ, বেশ। তুমি দেখছি আর সবার মত নও। আজকালকার মেয়েগুলো যে কি—ছেলেদের সঙ্গে নইলে থাকতেই পারে না। সেদিন মিষ্টার ঘোষের পার্টিতে আমি বাগানে বেড়াচ্চি, দেখি কি, মাই গুডনেস! বাগানে যতগুলো বেঞ্চ ছিল…

দীপ্তি। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন, বসুন না।

হালদার। না, আমি এখনি যাব।…আমি মিঃ চৌধুরীকে খুঁজছিলুম। এদিকে এসেছিলেন, বলতে পার?

দীপ্তি। না, কই। এদিকে তো দেখিনি'। ঘরেই আছেন, বোধ হয়।

হালদার। নাঃ, ঘরগুলো তো সব দেখে এসেছি। দেখি এই দিকটা…

বাঁ দিকে প্রস্থান।

দীপ্তি বসিয়া গুন গুন করিয়া গান গাহিতে লাগিল। ঘরের দরজা দিয়া পরিমল বাহিরে আসিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইল। দীপ্তি ডান হাতখানি বেঞ্চের পিঠের উপর ছড়াইয়া বসিয়াছিল। পরিমল পিছন হইতে খপ করিয়া সেই হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এইবার"। দীপ্তি চমকিয়া ভয়বিকৃত গলায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

একি! কে আপনি?

পরিমল নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চমকিয়া দুই পা পিছু হটিয়া গেল।

নেপথ্যে মিসেস হালদার। কি হ'ল, কি হ'ল, কে চেঁচাল ?

পরিমল। সর্ব্বনাশ। ঐ মিসেস্ হালদার আসচেন। যা হয়ে গেছে তার কৈফিয়ৎ আপনাকে পরে দেব—আগে ওঁর হাত থেকে আমায় বাঁচান! নইলে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

মিসেস হালদারের প্রবেশ

হালদার। মাই গুডনেস্, দীপ্তি! তুমি চেঁচিয়ে উঠেছিলে ? ব্যাপার কি ?

পরিমল। (মিসেস হালদারের আগমন যেন দেখিতেই পায় নাই ; দীপ্তির প্রতি) হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। বেশ রিয়ালিষ্টিক। গলার স্বরের ভেতর দিয়ে ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ময়ের ভাব বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু দাঁড়ানোটা ঠিক হয়নি। চমকে আরো একটু পেছনে সরে যাবেন।···হাঁ, এইবার আমার কথা। (নাটকের ভঙ্গীতে) "কে আপনি !" এই প্রশ্ন শেষে তোমার মুখ থেকে আমায় শুনতে হল। সে তো বেশীদিনের কথা নয় মাধুরী, এই নদীর তীরে, এই বটগাছের তলায় অস্তগামী সূর্য্যকে সাক্ষী রেখে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, মনে পড়ে ? (স্বাভাবিক কণ্ঠে) কই বলুন !

হালদার। ও, কিসের রিহার্শেল হচ্চে তোমাদের ?

পরিমল। (মিসেস হালদারকে ইঙ্গিতে চুপ করিতে বলিয়া দীপ্তির প্রতি) কই বলুন, 'কে সুধী দা ?'

দীপ্তি। (কলের পুতুলের মত) কে, সুধী-দা ?

পরিমল। (নাটকীয় ভঙ্গীতে) তবু ভাল, চিনতে পেরেছ।······বলুন 'সুধী-দা', তুমি, তোমার এ কি চেহারা হয়েছে ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

দীপ্তি। (পূর্ব্ববৎ) সুধী-দা', তুমি! তোমার এ কি চেহারা হয়েছে ?

পরিমল। বলে যান্।

দীপ্তি। (ঢোক গিলিয়া) ময়লা কাপড়-চোপড়, মাথার চুলে তেল নেই, শরীর রোগা। এতদিন কোথায় ছিলে ?

পরিমল। উহুঁ, এ কথাগুলো ঠিক হল না।...বুঝেছি মিসেস্ হালদার আছেন বলে আপনার বাধ-বাধ ঠেকছে।...মিসেস্ হালদার, একটু পরেই তো, সব দেখতে পাবেন। দয়া করে যদি...

হালদার। (হাসিয়া) আচ্ছা, আমি যাচ্চি। দীপ্তি যা' করে চেঁচিয়ে উঠেছিল, আমি ভাবলুম, সত্যিই বা কি হল। তা তোমাদের এ অভিনয় কোথায় হবে ?

পরিমল। বাঃ, তা জানেন না। উর্ম্মিলা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে আমরা "বিনিময়" নাটক থেকে একটা দৃশ্য অভিনয় করছি যে।

হালদার। আচ্ছা তোমরা রিহার্শেল দাও, আমি দেখি। ভুলটুল হলে আমি দেখিয়ে দিতে পারব এখন।...তোমরা জাননা বোধ হয়...আমি যখন অভিনয় করতুম, তখন আমার খুব নামডাক ছিল।... এখনো যে পারিনে, তা নয়। সংযুক্তা আর সূর্য্যসিংহের সীন তো আমার একেবারে মুখস্থ।

পরিমল। আপনি দেখিয়ে দিতে পারলে তো খুব ভালই হত। কিন্তু আপনি কাজে যাচ্ছিলেন...

হালদার। না, কাজ কিছু নয়, মিঃ চৌধুরীকে খুঁজছিলুম...

পরিমল। কে দাদামশাই ? তিনি তো গেটের কাছে দাঁড়িয়ে মিঃ মিত্রের সঙ্গে কথা কইছেন।

হালদার। মাই গুডনেস্! আর আমি এদিকে সারা মুল্লুক খুঁজে মরছি। আচ্ছা, তোমরা রিহার্শেল দাও, আমি যাই।

ডানদিকে দ্রুত প্রস্থান

পরিমল। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) যাক, বাঁচা গেছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন, যাহোক।

দীপ্তি। আমি আর কি করেছি, যা বলবার আপনিই তো বলেছেন।

পরিমল। তবু আপনি সঙ্গে সঙ্গে সায় না দিলে তো মিথ্যেটা হাতে হাতে ধরা পড়ে যেত।

দীপ্তি। অমন অনর্গল মিথ্যে কথাগুলো বললেন কি করে?

পরিমল। প্রাণের দায়ে। নইলে এ ঘটনাটা মিসেস হালদারের মুখে পল্লবিত হয়ে কি আকারে লোকের কাছে প্রচার হত তা ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

দীপ্তি। আপনার উপস্থিতবুদ্ধির প্রশংসা করি, কিন্তু আপনাকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে ভাল করেছি কি মন্দ করেছি সেটা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি নে।

পরিমল। ওহো, তাওতো বটে। আমার আচরণটা ঠিক ভদ্রজনোচিত হয়নি। আপনার কাছে আমার এখনো যথেষ্ট জবাবদিহি বাকি আছে। আচ্ছা···কিসে আপনার বিশ্বাস হবে বলুন?···আচ্ছা, আমার দিকে চেয়ে দেখুন তো। আমাকে দেখে কি নারীর ওপর অত্যাচারকারী গুণ্ডা বলে মনে হয়?

দীপ্তি। (স্বাভাবিক পরিহাসস্পৃহা দমন করিতে পারিল না। ঈষৎ হাসিয়া বলিল) কি জানি।

পরিমল। (হাসিয়া) এ তিরস্কারটুকু আমার ন্যায্য পাওনা। যাক, চেহারা সম্বন্ধে আমার যা একটু অহঙ্কার ছিল, তাও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তা যাকগে…কিন্তু আপনি ব্যারিষ্টার পরিমল বোসের নাম শুনেছেন?

দীপ্তি। যিনি লেখেন?

পরিমল। হাঁ।

দীপ্তি। শুনেছি। তিনি আপনার কে?

পরিমল। তিনি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে।

দীপ্তি। ও, মাপ করবেন, চিনতে পারি নি।

পরিমল। চিনতে না পারায় আপনার আর অপরাধ কি। আমি ব্যারিষ্টারও বটে, লেখকও বটে কিন্তু মাসিকপত্রের সম্পাদক বা এটর্ণির দালাল এঁরাই কেউ এখনো আমায় চিনে উঠতে পারেন নি'—তা আপনি তো তার কোনটাই নন।

দীপ্তি। (হাসিয়া) ব্যারিষ্টার বলে না হোক, কবি বলে আপনাকে অনেক দিন থেকে চিনি। (গম্ভীর ভাবে) তা, একজন অচেনা মেয়েকে এ রকম করে আক্র…চমকে দেওয়াটা হয়তো বেশ কবি-জনোচিত হতে পারে, কিন্তু ব্যারিষ্টার সাহেবের আইনের কেতাবে এর কি-শাস্তি লেখে?

পরিমল। ঐ রে, আপনি দেখছি এখনো আমার অপরাধটা ভুলতে পারেন নি'। আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়েকে কি এ কথা বুঝিয়ে বলতে হবে যে আমার ভুল হয়েছিল!

দীপ্তি। ভুল?

পরিমল। অর্থাৎ পেছন থেকে আপনাকে দেখে আমি এমন একজনকে মনে করেছিলুম, যাঁর হাত ঐ রকম করে ধরাটা আমার পক্ষে নিন্দনীয় নয়।

দীপ্তি। (মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া গেল) তিনি কে তা' জানতে চাওয়াটা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অনাবশ্যক কৌতূহল। তা' তিনি যেই হোন, নিশ্চয়ই তিনি আর কোথাও বসে আপনার হাত ধরবার প্রতীক্ষা করছেন। অতএব নমস্কার।

মুখ ফিরাইয়া বেঞ্চের উপর বসিল

পরিমল। (সহাস্য মুখে)···কিন্তু আমাদের অভিনয়ের বাকিটুকু তৈরী করে নিতে হবে যে। কাজেই যিনি যেখানেই প্রতীক্ষা করুন, আপাততঃ আমাকে এইখানেই বসতে হবে।

বেঞ্চের আর এক পাশে বসিল

দীপ্তি। "বিনিময়" নামে সত্যিই কোন নাটক আছে নাকি ?

পরিমল। তৈরী করে নিতে কতক্ষণ !

দীপ্তি। আমাকে দিয়ে তা' হবে না।

পরিমল। হতেই হবে। নইলে এর পর মিসেস্ হালদারকে কি কৈফিয়ৎ দেব ?

দীপ্তি। বলবেন, আমার পার্ট মুখস্থ হয় নি', তাই হল না। এইবারে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারেন।

পরিমল। আপনার রাগ তো কম নয় দেখছি। সত্যি বলছি, কেউ কোথাও আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে নেই। আমিই বরং তাঁকে খুঁজবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছি।

দীপ্তি। তাই নাকি? তাহলে আপনাকে আটকে রাখব না—আর একবার চেষ্টা করে দেখুন গে'।

পরিমল। কি মুস্কিল। কি বললে যে আপনাকে খুসি করতে পারব, তাও তো বুঝতে পারছি নে'।

দীপ্তি। (উঠিয়া) মিথ্যে দিয়ে কাউকে কখনো খুসি করবার চেষ্টা করবেন না।

প্রস্থানোদ্যত

পরিমল। ওকি, আপনি চললেন নাকি?

দীপ্তি। হাঁ যাই। উৎপলা হয়তো এখনি এসে পড়বে। তার কাছে তো আর অভিনয়ের কৈফিয়ৎ চলবে না।

পরিমল। তাহলে তাকে বলব যে এটা অভিনয় নয়, সত্যি।

দীপ্তি। (হাসিয়া ফেলিল) আবার মিথ্যে কথা।

বাড়ীর দিকে দ্রুত চলিয়া গেল

পরিমল। (ব্যাকুল ভাবে) আমাদের পরিচয়টা যে একতরফা হয়ে রইল। অন্ততঃ আপনার নাম?

দীপ্তি। (যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া) সেটা জেনে নিতে আপনার দেরী হবে না।

প্রস্থান। পরিমল একটুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল।
ডানদিক হইতে ব্যস্তভাবে ভূদেবের প্রবেশ

ভূদেব। এই যে পরিমল, ওহে আধ ঘণ্টাটাক লুকিয়ে থাকতে পারি এ রকম কোন জায়গা এ বাড়ীতে আছে বলতে পার?

পরিমল। কেন দাদামশাই, কোথাও কোন ফৌজদারী বাধিয়ে এসেছেন না কি ?

ভূদেব। বাধাইনি' এখনো। তবে একটু গা-ঢাকা না দিতে পারলে শীগগীরই বাধবে বলে মনে হচ্চে।

পরিমল। ব্যাপারখানা কি, খুলে বলুন তো।

ভূদেব। ঐ তোমাদের মিসেস্ হালদার। আমার অপরাধের মধ্যে তাঁকে গোটাকতক মনরাখা কথা বলেছিলুম। তার পর থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে যে এ সংসারে মানুষ যদি কেউ থাকে তো সে ভূদেব চৌধুরী।

পরিমল। তা বেশ তো দাদামশাই। আপনারও অনেক কাল গৃহশূন্য আর তাঁরও যতদূর জানি বিধবা বিয়েতে কোন আপত্তি নেই···

ভূদেব। (কৃত্রিম কোপে) দেখ পরিমল, এ সব জীবন মরণের কথা নিয়ে ঠাট্টা ভাল নয়। এখন যদি বন্ধুর কাজ করতে চাও তো যা জিজ্ঞেস করলুম তার জবাব দাও।

পরিমল। লুকোবেন আর কোথায় ? তাঁর অগম্য জায়গা কি কোথাও আছে। তবে আপনার এইখানেই বসা বোধহয় বেশী নিরাপদ, কারণ একটু আগেই তিনি এ দিকটা খুঁজে গেছেন।

ভূদেব। সেই ভাল। এইখানটাতেই নিরিবিলি বসে থাকা যা'ক ; উৎসবের কাজ আরম্ভ হলে ঘরে যাওয়া যাবে।

পরিমল। আচ্ছা, আপনি বসুন। আমি একটু দেখি-শুনি গে'। সময় মত আপনাকে খবর দেব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

পরিমল ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ভূদেব হাত-পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া বসিলেন। ডানদিক হইতে উর্ম্মিলার প্রবেশ

উর্ম্মিলা। দাদামশাই।

ভূদেব। (চমকিয়া উঠিয়া) তবু ভাল। আমি চমকে গিয়েছিলুম। শাড়ীপরা মানুষ দেখলেই ভয় হয়।

উর্ম্মিলা। সে কি দাদামশাই, শাড়ীর আঁচলের ফাঁস গলায় বাঁধবার বয়েস তোমার এখনো আছে নাকি?

ভূদেব। তাই ভেবেই তো নিশ্চিন্ত ছিলুম রাণী। কিন্তু তোরা তা থাকতে দিচ্চিস্ কই?

উর্ম্মিলা। তোরা অর্থাৎ…?

ভূদেব। অর্থাৎ তুই, আর ··

উর্ম্মিলা। আর?

ভূদেব। ঐ মিসেস্ হালদার।

উর্ম্মিলা। সর্ব্বনাশ, দাদামশাই, করেছ কি! আমি তো আগেই তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলুম।

ভূদেব। সে যা' হবার তা' হয়ে গেছে রাণি, এখন আজকের মত আমাকে বাঁচা।

উর্ম্মিলা। কি করে?

ভূদেব। আমি যে এখানে আছি কিছুতেই তাঁকে জানতে দিবিনে'। আর এদিকে আসতে চাইলে ছলছুতো করে আটকে রাখবি।

উর্ম্মিলা। আচ্ছা, আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। কিন্তু দাদামশাই, তুমি

একলা যে? একটু আগে তোমার কাছে আর কে একজন ছিলেন দেখেছিলুম না?

ভূদেব। ওহো, তাইতো বলি! তুমি কি আর আমার এই তোবড়ানো মুখখানা দেখবার জন্যে ঘুরতে ঘুরতে এতদূর এসেছ! তা দিদি, যখন দেখেছিলি তখন এলেই তো দেখাটা হয়ে যেত। দেরী করলি কেন?

উর্ম্মিলা। আঃ, কি বক্‌চ, দাদামশাই। কে ছিল তোমার কাছে?

ভূদেব। আহা, তা আর তুই মোটেই জানিস নে' কিনা।...কিন্তু ব্যাপারখানা কি? একটু আগে তো সেই তোকেই খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিল দেখেছিলুম। পালা ঘুরে গেছে নাকি? বেড়ে চাল চেলেছে তো পরিমল।

উর্ম্মিলা। কিসের আবার চাল। তোমার কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি নে'।

ভূদেব। দেখ্, তোরা ছোঁড়াছুঁড়িরা মনে করিস্ যে ওই বুড়োরা কিচ্ছু বোঝে না। ওরে, আমাদেরও একদিন তোদের মত বয়েস ছিল। তোর ঠানদি'রও ওই দেখেছি—ধরতে গেলেই সরে যেতেন আর পেছন ফিরলেই ছুটে আসতেন। তাই বলছিলুম, পরিমল এবারে ঠিক চাল চেলেছে।

উর্ম্মিলা। হাঁঃ, আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই কি না, তাই লোকের পেছনে ছোটাছুটি করছি।...এই আমি বসলুম তোমার কাছে। (উপবেশন)।

ভূদেব। ওরে, রাগ করলে নিজেরই লোকসান। যেখানে যাচ্ছিলি যা'।

দ্বিতীয় অঙ্ক

উর্ম্মিলা। দাদামশাই, তাড়িয়ে দিচ্চ ?

ভূদেব। বিলক্ষণ! আমার আর অমৃতে অরুচি কি। শুধু ভয় হয় আর এক ব্যক্তির কোপানলে না পড়ে' যাই।

উর্ম্মিলা। কোন ব্যক্তির যদি সত্যিই কোন মাথাব্যথা থাকে, তবে আপনিই আসবে, তার জন্যে তুমি ভেবো না।

ডানদিক হইতে কথা বলিতে বলিতে ধীর পাদক্ষেপে
ক্ষিতীশ ও শিশিরের প্রবেশ

শিশির। আমাদের নিজেদের চরিত্রের দুর্ব্বলতাও অবশ্যি আছে, কিন্তু বাইরের বাধাগুলোকেও আপনি ছোট করে দেখবেন না। ব্যবসার ক্ষেত্রে যে আমরা ক্রমশঃ হটে যাচ্ছি, তার জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থান কি অনেক পরিমাণে দায়ী নয় ?

ক্ষিতীশ। কিন্তু যথার্থ চেষ্টা আর অধ্যবসায় যদি থাকে ··

শিশির। তাহলে অবিশ্যি এ সব সত্ত্বেও বড় হওয়া যেতে পারে—সে কথা ঠিক। কিন্তু আমার বক্তব্য তা' নয়। আমি বলছি কি অন্য দেশের লোকদের এত বেশী প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় না। ষ্টেট, আইন করে তাদের উৎসাহ দেয়, দেশের লোক মূলধন জোগায়, তাছাড়া আরো কত রকম······

সহসা উর্ম্মিলাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল

ক্ষিতীশ। কত রকম ?

শিশির। (ঢোক গিলিয়া) কত রকম···উৎসাহ···বলছিলুম কি, এসব তাদের আছে।

ভূদেব। কাদের কি আছে শিশির ?

ক্ষিতীশ। আমাদের ব্যবসাতে উন্নতি হয় না কেন, সেই কথা হচ্ছিল। শিশির বলে তার কারণ হচ্চে বাইরের বাধা।

ভূদেব। তাই বলে বসে থাকলে তো সে সব বাধা কোন দিনই দূর হবে না।

ক্ষিতীশ। আপনিও তবে দেখছি আমার দলে। তাহলে আমার হয়ে ততক্ষণ শিশিরের সঙ্গে তর্ক করুন। আমি আসচি এখনি।

ঘরের দিকে প্রস্থান

ভূদেব। বস, শিশির, বস। (শিশির ভূদেবের অপর পার্শ্বে বসিল) তোমাদের তর্কটা কোন জায়গায় এসে ঠেকেছিল ?

শিশির। না, তর্ক আর কি। উনি আমার কথাটা···আমিই আমার বক্তব্যটা ওঁকে ঠিক বোঝাতে পারি নি'।

ভূদেব। কি কথা, বল দেখি, আমি বুঝতে পারি কি না।

শিশির। ও, সে এমন কিছু নয়···আর এক সময় হবে।

ভূদেব। বলই না শুনি। এখন তো কোন গুরুতর কাজে ব্যস্ত নেই।

উর্ম্মিলা। কেন দাদামশাই, মিছিমিছি ওঁকে পীড়াপীড়ি করছ ? চিরদিন চাকরি করে এলে, ও সব ব্যবসা বাণিজ্যের কথা তুমি কি বুঝবে ?

শিশির। না, সেজন্যে নয়। আচ্ছা, আমি বলছি। আমাদের দেশে··· ব্যবসা···যুবকরা···মানে যুবকদের একটা নিন্দে আছে···

উর্ম্মিলা। ওকি দাদামশাই, তুমি হঠাৎ পালাচ্চ যে ?

ভূদেব ইঙ্গিতে ডানদিক দেখাইয়া দিয়া দ্রুতগতিতে বাঁ দিকে চলিয়া গেলেন

নেপথ্যে মিসেস্ হালদার। মিঃ চৌধুরী, মিঃ চৌধুরী এদিকে আছেন ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

মিসেস্ হালদারের প্রবেশ

হালদার। এই যে মিস মিত্র। মিঃ চৌধুরী এদিকে এসেছিলেন বলতে পার?

উর্ম্মিলা। হাঁ, এতক্ষণ তো তিনি এখানেই ছিলেন।

হালদার। মাই গুডনেস্! আর আমি তাঁর জন্যে আধ ঘণ্টা গ্যেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলুম।

উর্ম্মিলা। (নিরীহভাবে) কেন, বিশেষ কোন কাজ আছে কি তাঁর সঙ্গে?

হালদার। না, কাজ কিছু নয়। এমনিই আলাপ করবার জন্যে। মানুষটি বেশ।

উর্ম্মিলা। হাঁ, আবার তিনিও এতক্ষণ আপনার কথাই বলছিলেন।

হালদার। তাই নাকি? কি বলছিলেন আমার কথা?

উর্ম্মিলা। বলছিলেন যে আপনার সঙ্গে একটু পরিচয় হ'লে আর দূরে থাকা অসম্ভব।

হালদার। বেশ মানুষ! কোন দিকে গেলেন তিনি?

উর্ম্মিলা। (ঘরের দিক দেখাইয়া) এই দিকে।

হালদার। ও, আচ্ছা, বস তোমরা।

হালদার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। দুজনে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি

উর্ম্মিলা। অদ্ভুত মানুষ!

শিশির। (চমকিয়া) কে?

উর্ম্মিলা। ওই মিসেস হালদারের কথা বলছিলুম।

শিশির। ও।

আবার নিস্তব্ধ। অনেক চেষ্টায় সঙ্কোচ কাটাইয়া শিশির বলিল—

শিশির। আমার একটা কথা বলবার ছিল······

উর্ম্মিলা। (বুঝিয়াও চাপা দিবার চেষ্টায়) ও সেই ব্যবসার কথা। আমি কিন্তু ওসব কথা বুঝিনে'। আচ্ছা, বলুন, আমি তর্ক করব আপনার সঙ্গে।

শিশির। আপনি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি···

উর্ম্মিলা। তা' পারিনি' বটে, কিন্তু তার জন্যে তর্ক করা আটকাবে না।

শিশির। না, সে ব্যবসার কথা নয়,···আমি বলছিলুম···

উর্ম্মিলা। ওই যাঃ, মা যে আমাকে ফুলদানিটা বার করে দিতে বলেছিল, তা তো আমি একেবারেই ভুলে গেছি। কিছু মনে করবেন না শিশিরবাবু, আমায় একবার যেতে হবে। (উঠিল)

শিশির। আমার একটা বিশেষ কথা ছিল। একটুখানি যদি···

উর্ম্মিলা। তা বেশ তো। আপনিও আসুন না, ঘরে একটু বসবেন। আমি ফুলদানিটা বার করে দিয়ে এসেই আপনার কথা শুনব।

শিশির। আচ্ছা, এখন না হয় থাক আপনার অবসর মত পরে বলব।

উর্ম্মিলা। আচ্ছা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আপনি এখানে একলা বসে থাকবেন। ঘরে চলুন না।

শিশির। আচ্ছা চলুন।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

ডানদিক হইতে উৎপলার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া দীপ্তির প্রবেশ

দীপ্তি। বস এইখানে।

উভয়ের উপবেশন

উৎপলা। কই, কি কথা বলবি, বল।

দীপ্তি। কথা কিছু নেই, এমনিই।

উৎপলা। সে কি রে, খুব দরকারী কথা আছে বলে অত লোকের মাঝখান থেকে তুই আমায় ধরে আনলি···

দীপ্তি। তা নইলে কি তুই আসতিস্? যা গল্পে মেতে গিয়েছিলি। যত রাজ্যের সব বাজে গল্প!

উৎপলা। তা' তোর কাছেও তো খুব কাজের গল্প শুনছি বলে বোধ হচ্চে না।

দীপ্তি। নাই বা হল গল্প।

উৎপলা। তোর আজ কি হয়েছে বল দেখি?

দীপ্তি। আমার আবার কি হবে!

উৎপলা। উঁহু, চিরকেলে গম্ভীর মানুষ তুই। আর আজকে···

দীপ্তি। আজকে কি?

উৎপলা। ঠিক বলতে পারছি নে', কিন্তু একটু নতুন রকম বটেই।··· বোস্ দেখি।···এক নম্বর 'হাসি'। ঘরে তো এতক্ষণ যা তা' কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছিলি। আর এখনো মুখখানা হাসচে না বটে কিন্তু চোখ দুটো দিয়ে তার কাজ চলছে।

দীপ্তি। হাসব না? খুব হাসব। তুই কি ভেবেছিস, যত হাসি তুই একলা হাসবি?

উৎপলা। হুঁ। দুই নম্বর 'কথা'। তোর কথা চিরদিনই ওজনে ভারি আর সংখ্যায় কম। আজ দেখছি তার দু'রকমেরই পরিবর্ত্তন হয়েছে।

দীপ্তি। তা হয়েছে ভাই সত্যিই। আমি নিজেই বুঝতে পারছি।

উৎপলা। কিন্তু কিসে হল? শুধু অকারণ পুলকে, না, আর কোন রহস্য আছে?

দীপ্তি। অকারণেও নয়—রহস্যও কিছু নেই। উৎসবের বাড়ী। চারদিকে আনন্দের স্রোত বইছে। সবার মত আমার মনেও তার ছোঁয়াচ লেগেছে বোধ হয়।

উৎপলা। তাহলে উৎসবের আসর ছেড়ে নিরালায় এলি কেন? বাইরে তো আজ জ্যোৎস্নাও নেই, হাওয়াও নেই।

দীপ্তি। জ্যোৎস্নায় দরকার কি?

উৎপলা। বলিস কি? চাঁদের আলো তোর ভাল লাগে না?

দীপ্তি। লাগে, তবে সব সময় নয়। আজকে আমার আঁধারই বেশ লাগছে। (মোহাবিষ্ট কণ্ঠে) আলো বড্ড বেশী স্পষ্ট। চারদিকের ঐ আঁধার যেন একটা মায়ালোক—কত কি অজানা সম্ভাবনা যেন ওর বুকে লুকিয়ে আছে।

উৎপলা। (কৌতুক বিস্ময়ে) অ্যাঁ, তাই নাকি?···আর আজকে যে হাওয়া নেই, তারও নিশ্চয় একটা সুন্দর তাৎপর্য্য আছে। হাওয়া না থাকাটাও নিশ্চয়ই খুব ভাল। কেন ভাল বল না ভাই?

দীপ্তি। কেন ভাল, জানিনে'। আমার ভাল লাগছে, তাই ভাল।

উৎপলা। তবে তো সব গোল মিটেই গেল। কিন্তু আমার যদি ভাল না লাগে?

দীপ্তি। ঠাট্টা নয় উৎপলা। মানুষের মন একটা অদ্ভুত জিনিস। চাঁদের আলো আর দখিনে হাওয়ার যোগাযোগ, আমার জীবনে অনেকদিন হয়েছে কিন্তু আজকের এই আলো-আঁধারের আবছায়া-ঘেরা সন্ধ্যাটি আমার জীবনে একটা আবির্ভাবের মত মনে হচ্চে। (কোমলস্বরে) উৎপল, আমার একটা কথা রাখবি ভাই ?

উৎপলা। (অনুকরণ করিয়া) কি কথা বল না ভাই ?

দীপ্তি। সেই গানখানা গা না।

উৎপলা। তবু ভাল। ভঙ্গী শুনে মনে হচ্চিল অৰ্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজপুত্রই চাইবি বুঝি বা। কোন গানখানা ?

দীপ্তি। সেই যে একটু আগে আধখানা গেয়ে আর গা'স নি'। সেই "দেবতা…"

উৎপলা। আমি গাইনি', না তুই গাইতে দিস নি' ?

দীপ্তি। তা হো'ক। তুই গা', সুরটা বেশ লাগছিল।

উৎপলা। গান

আমি দেবতা দুয়ারে দাসী—
প্রাণের দেবতা প্রাণে এসে নাও
প্রেমের কুসুমরাশি।
যেথা চলে তব কায়া
সেথা আমি হব ছায়া
অশ্রু তোমার দাও মোর চোখে
তুমি নাও মোর হাসি॥

দীপ্তি। বেশ গানটি। আগে তো কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।

উৎপলা। না, এ একেবারে আনকোরা নতুন। পরিমল বাবুর লেখা। কোন মাসিকে এখনো বেরোয় নি'।

বিপরীত দিক হইতে একসঙ্গে ভূদেব ও মিসেস্ হালদারের প্রবেশ
ভূদেব দেখিয়াই আবার ফিরিয়া যাইতেছিলেন

হালদার। মিঃ চৌধুরী, মিঃ চৌধুরী।

ভূদেব। (ফিরিয়া আসিলেন) এই যে। আমি আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

হালদার। তবে ফিরে যাচ্ছিলেন যে।

ভূদেব। আঁধারে ঠিক দেখতে পাই নি'। আপনি এখানে নেই মনে করে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলুম।

হালদার। মাই গুড্‌নেস! তাই নাকি? আমিও অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে খুঁজছিলুম মিঃ চৌধুরী।

ভূদেব। আমার কি সৌভাগ্য।

হালদার। আসুন না এখানে একটু বসি।

ভূদেব। আর এখানে বসে কাজ কি? ঘরেই চলুন না। এখানে দুই সখীতে নিরিবিলি বসে। প্রাণের গোপন কথাটি বলাবলি হচ্চে।

উৎপলা। আচ্ছা, এইবার হোক তোমার পালা, আমরা যাই। (উঠিল)

ভূদেব। (আকুলস্বরে, জনান্তিকে) না না যাস্‌নে, একটু থাক।

উৎপলা। (জনান্তিকে) আর অমন ঠাট্টা করবে?

ভূদেব। (তদ্রুপ) না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

উৎপলা। নাকে খৎ ?

ভূদেব। নাকে খৎ।

হালদার। মিঃ চৌধুরী, বসুন না।

ভূদেব। হাঁ, এই বসচি। উৎপল বস্।

সকলের উপবেশন

হালদার। এদের কতক্ষণে শেষ হবে বা। আবার মিঃ ভাদুড়ির বাড়ীতে ডিনার-পার্টি আছে। পার্টিতে পার্টিতে জ্বালাতন! কোথাও কিছু হলে আমায় তো কেউই ছাড়ে না কিনা। এক একবার ভাবি যে দূর ছাই অত কি পারা যায়।

ভূদেব। পপুলার হবার ঐতো মুস্কিল। আপনাকে দেখে যদি সবাই আনন্দ পায়, তা থেকে তাদের কেন বঞ্চিত করবেন ?

হালদার। নিজেদের মোটর আছে বলেই পারি। নইলে এত কি পোষায়! তাই কি খরচ কম! ট্যাক্স খালি বাড়ছেই, বাড়ছেই। তিনখানা গাড়ী আছে, বুঝেছেন, মিঃ চৌধুরী, এখন হিসেব করে দেখুন কত খরচ।

ভূদেব। তিনখানা ?

হালদার। তার কমে কি আর চলে ? ধরুন একখানা মিনার্ভা রয়েছে, নইলে সমাজে মান থাকে না কিন্তু অত বড় গাড়ী সব সময় বার করা চলে না তাই একখানা হিলম্যান রাখতে হয়েছে। আবার দেখুন বেশী ঘোরাঘুরি করবার জন্যে একখানা বেবি অষ্টিন চাই। একখানা বড় গাড়ী শুধু থাকলে পেট্রোল খরচাই হত মাসে পাঁচশো টাকা।

ভূদেব। (কপট চিন্তিতভাবে) তাইতো, আমি একখানা গাড়ী কিনব ভাবছিলুম, কিন্তু তিনখানা না কিনলে যদি না চলে···

হালদার। অন্ততঃ তু'খানা। কিন্তু দেখুন, মিনার্ভা-টিনার্ভা গুলো কিনবেননা যেন। ওতে শুধু খালি পয়সার অপব্যয়। অত দাম দিয়ে কিনে শুধু শো ছাড়া আর কিচ্ছু হয় না। আমাদের বনেদি' ঘর— ঠাট বজায় রাখবার জন্যে সবই করতে হয়।

ভূদেব। খুব বনেদি ঘর বুঝি ?

হালদার। বেলপুকুরের হালদারদের নাম শোনেন নি ?

ভূদেব। বিলক্ষণ! তা' আর শুনি নি'। তালপুকুরের পাকড়াশিদের চাইতেও তাঁদের মান উঁচু।

হালদার। (সগৌরবে) মিঃ হালদার ছিলেন সেই বংশের ছেলে।

ভূদেব। বলেন কি! ওঃ তাহলে মিসেস হালদার, আর একবার আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। বেলপুকুরের হালদার! (নিরীহ জিজ্ঞাসু-ভাবে) আচ্ছা, ওঁদের হালদার পদবী হ'ল কি থেকে ? নৌকোর হাল না চাষের ?

দীপ্তি ও উৎপলা মুখ লুকাইয়া হাসিতে লাগিল

হালদার। সে সব কিছু নয়। ওটা নবাবী উপাধি কিনা। ওঁদের এক পূর্ব্বপুরুষ শুনেছি পলাশীর যুদ্ধের সময় নবাব সিরাজউদ্দৌলার অনেক সাহায্য করেছিলেন।

ভূদেব। হাঁ হাঁ, তাঁর কথা তো ইতিহাসে পড়েছি। তিনি খুব ভাল ঘোড়া ছোটাতে পারতেন, না ?

হালদার। (সন্দিগ্ধস্বরে) তা' ঠিক জানি নে'।

ভূদেব। হাঁ, শুনেছি পলাশীর যুদ্ধের পর সব্বার আগে তিনি মুর্শিদাবাদে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

হালদার। (সগর্ব্বে) হাঁ, তাহলে তিনিই।

হাসি চাপিতে গিয়া উৎপলার বিষম লাগিল

উৎপলা। উঃ, আঃ, দাদামশাই, এখানে বড্ড ঠাণ্ডা। আমি পালাই, আর বেশীক্ষণ থাকলে মারাই যাব।

ভূদেব। আর একটু বসনা। সবাই একসঙ্গেই যাব'খন।

হালদার। মাই গুডনেস্! পলির ঠাণ্ডা লাগছে—আমার কিন্তু মোটেই ঠাণ্ডা বোধ হচ্চে না। এ সম্বন্ধে ফ্রেঞ্চে একটা ভারি চমৎকার কথা আছে। মিঃ চৌধুরী, আপনি ফ্রেঞ্চ জানেন?

ভূদেব। না।

হালদার। ফ্রেঞ্চ ভারি শক্ত ভাষা। অনেক কষ্টে শিখেছি। ফ্রেঞ্চরা বলে—"আ ফোঁ দে-লা-সঁা, ইদ্রেজ ভু" তার মানে হচ্চে—একজনের যা খাদ্য, আর একজনের পক্ষে সেটা বিষ।

ভূদেব। পলির কাশিটা যে ঠিক ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে তা আমার মনে হয় না। আপনি তিব্বতী জানেন?

হালদার। না।

ভূদেব। এ সম্বন্ধে তিব্বতীতে একটা ভারি চমৎকার কথা আছে ঃ— "লি লি যাঞ্চা কাঞ্চা যাহ্ন পিপিং জুং" অর্থাৎ—হাসি আর কাশি এ দুটো হচ্চে অল্পবয়সের মেয়েদের রোগ।

হালদার। তাই নাকি? তা দেখুন, আমাদেরও তো বয়েস খুব বেশী হয়নি', তবু……

ভূদেব। ও, তার অন্য কারণ আছে। আপনি তেলেগু জানেন?

হালদার। না।

ভূদেব। এ সম্বন্ধে তেলেগুতে একটা ভারি চমৎকার কথা আছে ঃ— "হেতরে উণ্ডা গাড্ডে মাড্ডে তারাচুয়া পদম্পরম" তার ভাবার্থ হচ্চে— বয়সে কি বিজ্ঞ হয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।"

হালদার। (সবিস্ময়ে) মাই গুডনেস্! আপনি তেলেগুও জানেন?

ভূদেব। অনেক পরিশ্রমে শিখতে হয়েছে মিসেস্ হালদার। আমার বাড়ীতে এক মাদ্রাজি মিস্ত্রি কিছুদিন কাজ করেছিল। তার অ্যাসিষ্টাণ্ট কাজে ভুল করলে তেলেগুতে তাকে গালাগালি করত। তাই শুনে শুনে আমার শেখা।

হালদার। মাই গুডনেস্। ধন্য আপনার অধ্যবসায়।

ভূদেব। তা' নইলে কি আর কোন বিদ্যে শেখা যায়! এ সম্বন্ধে উর্দ্দুতে একটা ভারি চমৎকার কথা আছে। আপনি উর্দ্দু জানেন?

হালদার। জানি। আমি লক্ষ্ণৌতে অনেকদিন ছিলুম কিনা।

ভূদেব। ও, নানা উর্দ্দু নয়, উর্দ্দু নয়। আমার ভুল হয়েছে। এ সম্বন্ধে বাংলাতেই একটা চমৎকার শ্লোক আছে ঃ—

মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন।
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন।

উৎপলা। (হাস্যরুদ্ধকণ্ঠে) দাদামশাই, আমরা চললুম। সময় হয়ে গেছে।

ভূদেবকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া; দীপ্তির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া হাসির আবেগে টলিতে টলিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল

ভূদেব। এইবার আমরাও যাই চলুন।

হালদার। এইথানেই বস্থন না মিঃ চৌধুরী। ও গানটান ঢের শোনা গেছে—আর শুনতে ভাল লাগে না।

ভূদেব। না, না, সে কি হয়! মেয়েরা এত কষ্ট করে সব করছে। আপনি না শুনলে ওরা ভারি দুঃখিত হবে যে।

হালদার। আচ্ছা চলুন তাহলে। দুজনে পাশাপাশি বসব এখন, কেমন? আপনার সঙ্গে আমার আরো অনেক কথা আছে।

উভয়ে উঠিলেন

ও একস্‌কিউজ মি ফর এ মোমেণ্ট। একটু দাঁড়াবেন মিঃ চৌধুরী…

পিছন ফিরিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে আয়না ও কৌটা বাহির করিয়া মুখে পাউডার লাগাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভূদেব চুপিচুপি ডানদিকে পলায়ন করিলেন। প্রসাধন শেষে মুখ ফিরাইয়া হালদার ভূদেবের অন্তর্ধান আবিষ্কার করিলেন

হালদার। (আকুল স্বরে) মাই গুড্‌নেস্‌, মিঃ চৌধুরী, মিঃ চৌধুরী।

ঘরের দিকে প্রস্থান

দৃশ্য শেষ

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য সংস্থান—প্রথম অঙ্কের ন্যায়। কেবল হারমোনিয়মটি নাই। ঘরের একপার্শ্বে একটি টেবিলের উপর নানারূপ উপহার সামগ্রী সজ্জিত আছে। উৎপলা ভূদেবকে সেগুলি দেখাইতেছিল

উৎপলা। মা দিয়েছেন এই মুক্তোর দুল। বাবা দিয়েছেন ক্যামেরা···

ভূদেব। ও চিঠির কেস্‌টা কার দেওয়া ?

উৎপলা। মিসেস্ মুখার্জ্জির। ভ্যানিটি ব্যাগটা দিয়েছেন মিসেস হালদার। আচ্ছা, এই রূপোর ফটো-ফ্রেমটা কে দিয়েছে আন্দাজ কর তো ?

ভূদেব। কই দেখি। (দেখিলেন) নিশ্চয় শিশির। ঠিক বলিনি' ?

উৎপলা। ঠিক। কি করে জানলে ?

ভূদেব। নিজের ছবি ফ্রেমের ভেতরে দেখবার ইচ্ছে এর আড়ালে লুকিয়ে আছে কিনা।

উৎপলা। সে তো পরিমলবাবুরও হতে পারত।

ভূদেব। পরিমল হলে নিজের ফটো একখানাও ঐ সঙ্গে দিত।

উৎপলা। ধন্য মনস্তত্ত্ববিদ্। এইটুকু থেকে আন্দাজ করে ফেল্‌লে ?

ভূদেব। আরো একটু আছে।

উৎপলা। কি ?

ভূদেব। ফ্রেমের পেছনদিকে দাতার নামের আদ্য অক্ষর তিনটি।

উৎপলা। (দেখিয়া) তাইত, কি বোকা আমি! নামটা আগে দেখিনি', তাই খুব বাহাদুরি করে নিলে।

হাত পিছনে লুকাইয়া হলঘর হইতে উজ্জ্বলার প্রবেশ

উজ্জ্বলা। মেজদি, ও মেজদি, তোমার জন্যে কি এনেছি বলতো?

উৎপলা। (তৎক্ষণাৎ) রূপোর গাছের সোণার ফল।

উজ্জ্বলা। দূর! দাদামশাই, তুমি বল তো?

ভূদেব। আমার জন্যে তো আর আনিস্‌নি'। আমার জন্যে আনলে আমি বলতুম।

ডলি। আচ্ছা, তুমিও পাবে। বল দেখিনি কি?

ভূদেব। নিশ্চয় আইস-ক্রীম। তোর কাছে তো আইস-ক্রীম জগতের সব চাইতে ভাল জিনিস।

উৎপলা। কিন্তু নিশ্চয় আইস-ক্রীম নয়। কারণ সে জিনিস ও প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারবে না।

ডলি। যাও। খালি ঠাট্টা, তাহলে পাবে না।

প্রস্থানোদ্যত। ভূদেব হাত ধরিয়া বন্দী করিলেন

ভূদেব। আচ্ছা, হার মানছি। কই, কি জিনিস দেখি।

ডলি দুইটি বাটনহোল দেখাইল

উৎপলা। ও, ফুল! আমি বলি আর কি বা।

ভূদেব। কেন, ফুল কি মন্দ জিনিস! বা, ভারি চমৎকার তো গোলাপ দুটো। কোথায় পেলি?

ডলি। একটা বাস্কেট-ভরা ফুল ছিল। মাকে আমি আগেই বলে রেখেছিলুম। মা আমার কাছে দিয়েছিলেন। সবাইকে একটা করে দিয়েছি। শুধু এই দুটো বাকি আছে। কাকে দেব খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। একটা দাদামশাই আর একটা মেজদি।

ফুল দুটি দুজনকে দিল। বাঁ দিক হইতে দীপ্তির প্রবেশ

দীপ্তি। আর আমি? আমায় বুঝি ফাঁকি!

ডলি। ওই যাঃ, আপনি পান নি? আর তো নেই।

দীপ্তি। তা' বললে তো ছাড়ছি নে'

ডলি। (উৎপলার প্রতি মিনতিভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া) মেজদি!

উৎপলা। আমায় যা' দিয়েছিস্, তা আমি ছাড়বো কেন!

ডলি। (সকাতরে) দাদামশাই···

ভূদেব। আমি দিতে খুব প্রস্তুত। কিন্তু আমার কি সে সৌভাগ্য হবে?

দীপ্তি। (মাথা নাড়িয়া) আমি অন্যের প্রসাদী ফুল চাই নে।

ভূদেব। ঐ দেখ। আমি তো আগেই বলেছিলুম।

ডলি। আপনি রাগ করবেন না দীপ্তিদি', লক্ষ্মীটি। আচ্ছা, একটু বসুন। আমি দেখে আসছি, মার কাছে বোধ হয় আরো ফুল আছে।

দীপ্তি। দূর পাগলি! সত্যি সত্যি আর যেতে হবে না। তুই বস্। আমি ঠাট্টা করছিলুম।

ডলি। তা হোক, আমি নিয়ে আসচি। এখনি আসব।

প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

হল ঘর হইতে পরিমলের প্রবেশ
দরজার নিকট উভয়ের দেখা হইল

পরিমল। কি ডলি। এত ব্যস্ত হয়ে ছুটছ কোথায় ?

ডলি। দীপ্তিদির জন্যে ফুল আনতে যাচ্চি। ওঁকে ফুল দেওয়া হয় নি', ছি, ছি।

ডলির প্রস্থান

পরিমল। (অগ্রসর হইয়া) আমার ফুলটা দীপ্তি দেবীকে নিবেদন করতে পারি কি ?

ভূদেব। কিছুতেই না। উনি অন্যের প্রসাদী ফুল নেন না।

পরিমল। তাই নাকি ?

দীপ্তি। ডলির সঙ্গে তামাসা করে ঐ কথা বলেছিলুম, দাদামশাই তাই ধরে বসে আছেন।

ভূদেব। ও, তাহলে বোঝা গেল যে, ফুল প্রসাদী হলেও আপত্তি নেই যদি দেবতা মনের মত হন।

দীপ্তি। দাদামশাইয়ের সব কথাতেই ঠাট্টা। আমি ফুল চাই নে।

পরিমল। একজনের অপরাধে আর একজনকে শাস্তি দেবেন না। আমার ফুলটা তো কোন দোষ করে নি'। এই নিন্।

দীপ্তি স্মিতমুখে হাত বাড়াইয়া ফুলটি লইল

উৎপলা। তোর সঙ্গে কি পরিমলবাবুর আগে থাকতেই জানাশোনা ছিল না কি ?

দীপ্তি। না, আজকে এই একটু আগে পরিচয় হয়েছে।

পরিমল। কিন্তু সে পরিচয় চিরদিন মনে রাখবার মত।

দীপ্তি। হাঁ, মাগো, যা' ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

ভূদেব। সে কি রকম? পরিচয়ের মধ্যে আবার ভয় কিসের?

পরিমল। ড্রয়িং রুমে বসে, মধ্যস্থের সহায়তায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তো আর আমাদের পরিচয় হয় নি'।

ভূদেব। তবে কি গভীর অরণ্যে, 'পথিক, তুমি পথ হারিয়েছ' বলে পরিচয় হয়েছে?

দীপ্তি। তাও নয়। আমি বাগানে বসেছিলুম, উনি পেছন থেকে আচমকা এসে···

ভূদেব। বাঃ, পরিচয়ের প্রণালীটা তো পরিমল বেশ বার করেছো। ড্রয়িং রুমের চাইতে এ ঢের ভাল।

পরিমল। আঃ, আমি কি জানতুম যে উনি।

উৎপলা। তুই আবার কখন একলা বাগানে বসে ছিলি?

দীপ্তি। ঐ যে তুই গান গাইছিলি, তারপর রঘুয়া এসে তোকে ডেকে নিয়ে গেল।

উৎপলা। ও, তারপর?

পরিমল। তারপর, আমি বলছি।···উনি হাতখানা বেঞ্চের পিঠের ওপর রেখে বসেছিলেন।···হাতখানা তেমনি করে রাখুন তো।···হাঁ, উনি ঠিক এই রকম করে বসেছিলেন। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দূর থেকে দেখে ভাবলুম, তোমার দিদি। দুজনাই ঠিক। একরকম শাড়ি পরেছেন কি না। একটু চমকে দেবার জন্যে আমি পা টিপে টিপে এসে হাতখানা যেই এমনি করে ধরেছি······

পরিমল দীপ্তির হাত ধরিতেই দীপ্তি হাসিহাসি মুখখানি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চোখ ফিরাইতে পারিল না।

তৃতীয় অঙ্ক

ভূদেব। দীপ্তির অবস্থাটা তখন নিশ্চয়ই এখনকার মত ছিল না।

দীপ্তি। (আত্মসংবরণ করিয়া) আমি চমকে মুখ ফিরিয়েই দেখি অচেনা লোক……

পরিমল। আর অমনি এক হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ।

দীপ্তি। ইস্! আর্ত্তনাদ আবার কোথায়? একটু চেঁচিয়ে কথা বলেছি, এই। তা' ওরকম অবস্থায় হয় না?

ভূদেব। খুব হয়, খুব হয়। পরিমল যে রাঙ্গা হাতের চড়টা খায় নি', সেই ঢের। তারপর কি হল?

পরিমল। তারপর আমি সব বুঝিয়ে বলতে যাচ্চি, এমন সময় রঙ্গস্থলে মিসেস্ হালদারের প্রবেশ।

ভূদেব। সর্ব্বনাশ! তারপর?

পরিমল। তখন দেখলুম, কাকেই বা কৈফিয়ৎ দেব, আর কেই বা বিশ্বাস করবে। যা' মুখে এল কতকগুলো বানিয়ে বলে গেলুম…মিসেস্ হালদার বুঝলেন যে আমরা অভিনয়ে রিহার্সেল দিচ্ছিলুম।

উৎপলা। অভিনয় কি একলা হয়?

পরিমল। তা কি আর হয়! কিন্তু দীপ্তি দেবী দয়া করে আমার সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে গেলেন, তাইতে বেঁচে গেলুম।

কতকগুলি ছাপা প্রোগ্রাম হাতে ক্ষিতীশের প্রবেশ

ক্ষিতীশ। পলি', এই যে প্রোগ্রামগুলো ছেপে এসেছে তোর কাছে এখন রাখ। সময়মত সবাইকে দিস্।

পরিমল। (ঘড়ি দেখিয়া) কাকাবাবু, সময় তো প্রায় হয়ে এসেছে।

ক্ষিতীশ। আমাদেরও সব প্রস্তুত। নিমন্ত্রিতদের দু'এক জন এখনো এসে পৌঁছান নি। তাই যা দেরী।

ভূদেব। আগে গান-টান হবে না আগে খাওয়া ?

উৎপলা। ছি, ছি, মানুষ বুড়ো হলে কি এত লোভী হয়।

ক্ষিতীশ। বেশী কিছু তো নয়। একটু চায়ের আয়োজন ; সেটা আগেই সেরে নেওয়া যাবে।

ভূদেব। সেই ভাল। মৌতাতের সময় চা না পেলে মেয়েগুলো আবার ছটফট করতে থাকবে।

উৎপলা। বটে ? মৌতাত কার হয়েছে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

ভূদেব। মেজরাণী, আমাকে একখানা প্রোগ্রাম দে তো। (দেখিয়া) বাঃ, অভিনয়ও আছে দেখছি। এ সব হবে কোথায় ?

উৎপলা। হলঘরের একপাশে যে ষ্টেজ তৈরী হয়েছে দেখ নি' ?

ভূদেব। না।

উৎপলা। ওমা, দেখনি' এখনো ? ফুলের টব দিয়ে নানান্ রঙ্গের আলো দিয়ে কি চমৎকার করে সাজানো হয়েছে, দেখবে চল।···পরিমলবাবু আপনিও আসুন না।···দীপ্তি আয়।

ভূদেব হলঘরের দিকে যাইতেছিলেন

ওদিকে নয়, ওটা দর্শকদের বসবার জায়গা। ষ্টেজের ভেতরে যেতে হবে এইদিক দিয়ে। এস আমার সঙ্গে। মামেকং শরণং ব্রজ।

ক্ষিতীশ ব্যতীত সকলের বাঁ দিকে প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

ক্ষিতীশ অন্যমনস্কভাবে ঘরে পায়চারি করিতে লাগিলেন

মাঝের দরজা দিয়া উর্ম্মিলার প্রবেশ

উর্ম্মিলা। বাবা, আমায় ডেকেছিলে ?

ক্ষিতীশ। হাঁ মা, আয়।

উর্ম্মিলা। কেন ?

ক্ষিতীশ। তোর জন্মদিনের আশীর্ব্বাদটা যে এখনো করা হয় নি।

উর্ম্মিলা। ও।

পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল

ক্ষিতীশ। চিরায়ুষ্মতী, চিরসৌভাগ্যবতী হও মা। এই জন্মদিন আরো একশোবার ফিরে আসুক।

উর্ম্মিলা। একশোবার। না বাবা, তাহলে বুড়ো থুরথুরে হয়ে যাব, সে দেখতে ভারি বিচ্ছিরি হবে।

ক্ষিতীশ। পাগলি! তোর মার কাছে আশীর্ব্বাদ নিয়েছিস্ ?

উর্ম্মিলা। না। মা'র কি আর নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর আছে!··· যাই, মাকে জোর করে ধরে আশীর্ব্বাদ আদায় করিগে'।

ক্ষিতীশ। একটু দাঁড়া মা, আর একটু কথা আছে।

উর্ম্মিলা। কি কথা ?

ক্ষিতীশ। তোর জন্মদিন আজ মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তোর বয়েস আরো এক বছর বেড়ে গেল। এখন সংসারের আরো সব কর্ত্তব্য করবার সময় এসেছে।

উর্ম্মিলা। বা রে, তুমি আমায় বুড়ি বানিয়ে দিচ্ছ!

ক্ষিতীশ। তামাসার কথা নয় মা। আমার যতই কষ্ট হোক, এ কথা তো বেশ জানি যে চিরদিন আমার এই ঘরটুকুর মধ্যে তোকে ধরে রাখতে পারব না।...আমার কথা বুঝতে পেরেছিস্ মা ?

উর্ম্মিলা। বেশ বুঝেছি বাবা, তোমার মস্ত বড় ভূমিকা শুনে অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি। আমাকে এখন পর করে দিতে চাও, এই তো ?

ক্ষিতীশ। আর সেই সঙ্গে পরকেও আপন করতে চাই। তোকে বেশী বয়েস পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়ে যে-ভাবে মানুষ করেছি, তার পর তো আর তোর অমতে কিছু হতে পারে না। তোর ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপরই সব নির্ভর করছে।

উর্ম্মিলা। (নতমুখে) কখনো কি তোমার কথার অবাধ্য হয়েছি বাবা, যে আজ এমন করে বলছ।

ক্ষিতীশ। না মা, এত বড় একটা ব্যাপারে তুই সঙ্কোচ বা লজ্জা করে যেন কিছু করিস নে। তোর মা যাই বলুন না কেন, এটা তুই ঠিক জানিস্, যে তোর মনের কোণে যদি একটুও আপত্তি থাকে তাহলে আর কারো মতে মত দিতে তোকে কক্ষণো বাধ্য করব না।

উর্ম্মিলা। আচ্ছা বাবা, সে হবে এখন—(প্রস্থানোদ্যত)

ক্ষিতীশ। না মা, ওরকম করে কথাটা এড়িয়ে গেলে তো চলবে না। পরিমল আর শিশির দুজনেই তাদের প্রার্থনা আমাকে জানিয়ে রেখেছে। তোর মতামতের অপেক্ষায় এতদিন তাদের কিছু বলি নি'। আমার ইচ্ছে যে আজ তোর এই শুভ জন্মদিনেই সবাইকে তোর নতুন জীবনের শুভ সংবাদটা জানিয়ে রাখি।

উর্ম্মিলা। (নতমুখে) বেশ বাবা, তুমি আজকেই আমার উত্তর পাবে।

ক্ষিতীশ। বড় সুখী হলুম মা। তোদের ক'বোনকে হাসিমুখে ঘরকরণা করতে দেখব এর বেশী উচ্চ আশা আর কিছু আমার নেই।...আর একটা কথা মা, তোর মা পরিমলের বিরুদ্ধে অনেক কথাই হয়তো তোকে বলেছে। কিন্তু তার ওপরে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। পরিমল যাকে গ্রহণ করবে সে কখনো অসুখী হবে না।

উর্ম্মিলা। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমায় আর কারু হয়ে ওকালতি করতে হবে না।

ক্ষিতীশ। ওকালতি করছি নে'। কিন্তু কথাটা তোকে বলা দরকার; কারণ তোর মা'র একটা অহেতুক বিরাগের ফলে পরিমল আজকে যেন অপরাধীর মত এ বাড়ীতে এসেছে।...তার পর তোর কাছ থেকে যে রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করছিলুম, ঠিক সে রকমটি যেন দেখলুম না...মনে হল তোর মা'র মনের বিরক্তির ছোঁয়াচ যেন তোর মনেও লেগেছে। পরিমল আসবার পর এ পর্য্যন্ত...

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) বাবা, তুমি এসব কথা কিচ্ছু বোঝ না।

হলঘরের দিকে দ্রুত প্রস্থান। দরজার কাছে ভূদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল

ভূদেবের প্রবেশ

ভূদেব। আরে এত ছোটাছুটি কেন? আবার কেউ পেছু তাড়া করেছে নাকি?

উর্ম্মিলা। চুপ! বাবা আছেন।

ভূদেব। বড়রাণী অমন করে পালালো কেন?

ক্ষিতীশ। ওর বিয়ের কথা বলছিলুম, তাই।

ভূদেব। তা' বটে। বি-এ-ই পাশ করুক আর বি-এস্-সিই পাশ করুক বিয়ের কথায় বাঙ্গালীর মেয়ের লজ্জা চিরদিনই। তার পর কিছু স্থির হল ?

ক্ষিতীশ। ঐখানেই তো গোল। আচ্ছা, মামাবাবু, আপনার সঙ্গে তো ওর সর্ব্বদাই নানারকম কথাবার্ত্তা হয়। ওর মন কি কিছু বুঝতে পেরেছেন কখনো ?

ভূদেব। কিচ্ছু না। কারণ আমার কাছে মুখে যা' বলে মনের কথা হয়তো ঠিক তার উল্টো। গম্ভীরভাবে কিছু জিজ্ঞেস করলে ঠাট্টা-তামাসা করেই উড়িয়ে দেয়।

ক্ষিতীশ। যাহোক, আজকেই সেটা ঠিক জানা যাবে। মিলি আমাকে কথা দিয়েছে যে ওর যা' মতামত আজকেই জানাবে। (উঠিলেন)

হলঘরের পর্দ্দার আড়াল হইতে উর্ম্মিলা মুখ বাড়াইল

উর্ম্মিলা। দাদামশাই, এদিকে একটু আসবে ? একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

ক্ষিতীশ। তুই-ই এখানে আয় মিলি, আমি যাচ্চি।

ক্ষিতীশের প্রস্থান

উর্ম্মিলার প্রবেশ

উর্ম্মিলা। দাদামশাই, আমার একটা কথা তোমায় রাখতেই হবে।

ভূদেব। শুধু আদেশের অপেক্ষা।

উর্ম্মিলা। আমার বন্ধুরা মিসেস্ হালদারকে নিয়ে একটু রঙ্গ করতে চায়, তোমাকে তার সাহায্য করতে হবে।

ভূদেব। সর্ব্বনাশ! আমি ওসবের মধ্যে নেই। কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে যেতে বল, একদমে তিনশ ঘণ্টা সাঁতার কাটতে বল, কর্পোরেশানের সভার সভাপতি হতে বল, সে সব রাজি আছি; কিন্তু ঐটি পারব না। তুই আমায় বাঁচা।

উর্ম্মিলা। কেমন জব্দ। দিনরাত আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা কর, এবার শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছ।···তা তুমি আগেই এত ভয় পাচ্ছ কেন? সুমিত্রা, ঊষা আর রুবি এরাই সব করবে, তুমি শুধু একটুখানি···

ভূদেব। না ভাই, তোর বন্ধুদের কাছে আমি জোড় হাত করে মাপ চেয়ে আসব; আমায় আর এর মধ্যে জড়াস্ নে'।

উর্ম্মিলা। ওরা যা মতলব এঁটেছে তাতে ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তোমায় জড়িয়ে পড়তেই হবে, সে আমি তোমায় আগেই বলে রাখছি।

ভূদেব। অনিচ্ছায় হলে আর কি করব। বেঁধে মারলে সবই সয়। তখন মুক্তির উপায় খুঁজতে হবে। তোদের মতলবটা কি শুনি?

উর্ম্মিলা। ইস্! আমায় বুঝি তেমনি বিশ্বাসঘাতক পেয়েছ?

ভূদেব। বলনা ভাই, লক্ষ্মীটি। তাহলে আমিও তোকে একটা গোপন কথা বলব।

উর্ম্মিলা। কি কথা?

ভূদেব। আগে তুই বল।

উর্ম্মিলা। চালাকি! আমি চাইনে তোমার গোপন কথা শুনতে। যদি সত্যি কিছু শুন্‌বার মত থাকে আমি নিজেই খুঁজে বার করে নেব।

ভূদেব। আচ্ছা, সে যা'ক। কিন্তু বড়রাণী, এদিকে স্বয়ম্বরসভা তো প্রস্তুত। বরমাল্য কে পাবে ঠিক হয়েছে ?

উর্ম্মিলা। তুমি।

ভূদেব। বেশ। তাহলে বরমাল্য যখন আমার, আমি সেটা ইচ্ছামত হস্তান্তর করতে পারি ?

উর্ম্মিলা। উঁহু, এ জিনিস্ হস্তান্তরযোগ্য নয়।

ভূদেব। (মন বুঝিবার জন্য) শিশির ছেলেটি কিন্তু ভারি ভাল।

উর্ম্মিলা। অস্বীকার করছি নে'—

ভূদেব। যাকে বলে খুব স্মার্ট, তা' না হতে পারে, কিন্তু বিদ্যেবুদ্ধিতে ও কারো চাইতে কম নয়।

উর্ম্মিলা। নাঃ, জ্বালাতন করলে। একটু আগে বাবা আর একজনের বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলেন, এখন আবার তুমি সুরু করলে।

ভূদেব। (গম্ভীরভাবে) দেখ্ বড়রাণী, মানুষের বাইরেটা দেখে বিচার শেষ করিস নে'। শিশিরকে আমি বেশ ভাল করেই চিনেছি ; ওর মত ছেলেকে স্বামীরূপে পাওয়া যে-কোন মেয়ের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা।

উর্ম্মিলা। এই তো গেল একজনের কথা। আবার বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর, দেখবে তিনি আর একজনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। তাই আমি কিছু ঠিক করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছি দাদামশাই।

ভূদেব। হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না রাণী। তুই কথা দিয়েছিস্, আজকে রাত্তিরেই প্রশ্নের উত্তর দিবি।

তৃতীয় অঙ্ক

উর্ম্মিলা। (ব্যস্ততার ভাণ করিয়া) তাই তো, তাহলে কি করা যায়।··· আচ্ছা, এক কাজ করি। সেকালের রাজকন্যাদের মত পণ করা যা'ক। পণে যে জিতবে তারই জয়, কি বল ?

ভূদেব। বেশ ! কিন্তু পণটা কি হবে ?

উর্ম্মিলা। দাঁড়াও, ভেবে দেখি।···(চিন্তা করিয়া)··হয়েছে···

টেবিলের নিকট গিয়া উপহারগুলির মধ্য হইতে বাছিয়া কেসশুদ্ধ একছড়া মুক্তার মালা লইয়া আসিল

এই মালাছড়া দেখছ ? এইটে যে আমার গলায় পরিয়ে দিতে পারবে, তারই জিত। (ভূদেব কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন) ওকি তুমি হাত বাড়াও কেন ? তুমি তো আর উমেদার নও।

ভূদেব। কমিশনের লোভে। আমি উমেদারের এজেণ্ট।

উর্ম্মিলা। উঁহু, এজেণ্ট দিয়ে চলবে না।

ভূদেব। আচ্ছা, আমি নেব না ; কিন্তু ওটা থাকবে কোথায় ?

উর্ম্মিলা। আমার কাছে।

ভূদেব। তাহলে রাজপুত্র পাবেন কি করে ?

উর্ম্মিলা। ঐখানেই তো বাহাদুরি, নইলে আর পণ কিসের।

হাসিয়া মাঝের দরজা দিয়া চলিয়া গেল

বাঁ দিক হইতে উৎপলার প্রবেশ

উৎপলা। বাঃ দাদামশাই, তুমি এখনও এখানে বসে রয়েছ।

ভূদেব। আগে আমার একটা কথার জবাব দে তো উৎপল।

উৎপলা। কি ?

তৃতীয় অঙ্ক

ভূদেব। উপহারগুলোর মধ্যে একটা মুক্তোর মালা ছিল, দেখেছিস্?

উৎপলা। হাঁ।

ভূদেব। সেটা কার দেওয়া?

উৎপলা। ওটা আসল মুক্তোর নয়—সীরো।

ভূদেব। সে যাই হোক! কিন্তু উপহারটা কার?

উৎপলা। পরিমলবাবুর।

ভূদেব। (গম্ভীর ভাবে) হুঁ।

উৎপলা। কি?

ভূদেব। অদৃষ্টের একটা লীলা চলছে। এর পরিণাম কি কে জানে।

উৎপল। ও কথা বল্লে যে দাদামশাই?···কি ভাবছ খুলেই বল না।

ভূদেব। নাঃ, এ নিয়ে আর আলোচনা করবার দরকার নেই। কি জানি, ও শুধু আমার অনুমানও হতে পারে।

উৎপলা। কি, দীপ্তি-পরিমল সংবাদ?

ভূদেব। (সাগ্রহে) তুইও তাহলে বুঝেছিস্?

উৎপলা। হাঁ।

ভূদেব। তখন ওদের মুখের ভাব লক্ষ্য করেছিলি?

উৎপলা। করেছিলুম।

ভূদেব। তাহলে আমার অনুমান ঠিক?

উৎপলা। তাইতো মনে হয়। কিন্তু তার জন্যে তুমি অত ভাবছ কেন?

ভূদেব। ভাবছি উর্ম্মিলার জন্যে।

উৎপলা। সেজন্যে তোমাকে মোটেই ভাবতে হবে না। পরিমল বাবুর সম্বন্ধে দিদির কোন মাথাব্যথা নেই।

তৃতীয় অঙ্ক

ভূদেব। তাহলে তোর দিদিকে তুই এখনো চিনতে পারিস্ নি।

উৎপলা। ওগো মশাই, আমার হাতে প্রমাণ আছে।

ভূদেব। কি প্রমাণ?

উৎপলা। আজকে সন্ধ্যেবেলা দিদি আর শিশিরবাবু কতক্ষণ একলা বাগানে বসে ছিল। আমি জানালা দিয়ে দেখেছি। দূর থেকে কথা কিছু কাণে এলো না কিন্তু বেশ বুঝলুম যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল।

ভূদেব। তা' যদি হয়ে থাকে তো ভালই। কিন্তু···

নাচের পোষাক পরিয়া বাঁ-দিক হইতে ডলির প্রবেশ

ডলি। ও মেজদি, আমি নাচতে পারব না—ভারি ভয় করছে।

উৎপলা। ভয় কি রে? সবাই তো আমাদের জানা লোক।

ডলি। জানা হলে কি হয়। হলঘর ভর্ত্তি অত লোক। আমি ষ্টেজ থেকে পর্দ্দাটা একটু তুলে দেখেই ছুটে পালিয়ে এসেছি। আমার পা কাঁপছে। আমি পারব না, মেজদি'।

উৎপলা। দূর পাগলি। এখন পারব না বললে কি চলে? সবাই কি ভাববে।···ও কিচ্ছু নয়, একবার আরম্ভ করলেই আর ভয় থাকবে না।

ডলি। আমি আরম্ভই যে করতে পারব না।

উৎপলা। পারতেই হবে। আচ্ছা, এখন একবার কর'না! তাহলেই ভয় ভেঙ্গে যাবে।

ডলি। কোনটা করব?

উৎপলা। প্রথমে যেটা আছে। সেই "জ্বলে ঐ চাঁদের বাতি"—

জন্মতিথি

উৎপলার গান ও ডলির নৃত্য

গান

জ্বলে ঐ চাঁদের বাতি, চাঁদিনীর হাসির বাতি।
মলয়ার মন ভুলে যায়, বুকে আয় বুকের সাথী।
নয়নের কালো তারা
করে প্রাণ আপন হারা
অধরে ফুটলে গোলাপ, নিয়ে তাই মালা গাঁথি।
কালো যে আলোয় আলো
খালি আজ বাসব ভালো
রেখেছি আদর করে হৃদয়ের আসন পাতি॥

ভূদেব। বাঃ, এই তো খাসা হয়েছে। দেখে শতকরা নব্বই জন আধমরা আর বাকি দশ জন মারাই যাবে।

ডলি। যান্!

ভূদেব। যাব বই কি। সবার আগে যাব। একেবারে সামনে বসে নৃত্য-সুধা পান করব।

বাঁদিক হইতে রঘুয়ার প্রবেশ

রঘুয়া। মিস্ পলি, কাম কুইক।

উৎপলা। হোয়াই।

রঘুয়া। অল রেডি।

উৎপলা। রাইট ও।

রঘুয়ার প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

আয় ডলি। দাদামশাই, তুমিও দর্শকদের জায়গায় বস গে'।

ভূদেব। না না বাপরে, ওদিকে মিসেস্ হালদার আছেন যে। আরম্ভ হলে আমি তোদের ষ্টেজের ভেতরেই গিয়ে বসব এখন।

ভূদেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মিসেস্ হালদার হলঘর হইতে বাহির হইয়া ভূদেবের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন

হালদার। সূর্য্যসিংহ।

ভূদেব। (চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন) কাকে খুঁজছেন? মিঃ সিন্‌হা তো এ ঘরে আসেন নি।

হালদার। কোন্ প্রয়োজনে মাগিয়াছ দর্শন আমার?

ভূদেব। না, না, কই, আমি তো ...

হালদার। নহি আর দোঁহে মোরা বালক বালিকা...
নিভৃতে তোমার সনে হেন আলাপন,
আর নহে কর্ত্তব্য আমার...

ভূদেব। তা তো নয়ই, আমি ওদের সবাইকে ডাকছি...

প্রস্থানোদ্যত

হালদার। ওকি মিঃ চৌধুরী, আপনি, চললেন যে—আপনার কথাগুলো বলুন।

ভূদেব। কোন কথা?

হালদার। সে কি! ওরা যে বললে আপনার সব তৈরী আছে।... আপনি সূর্য্যসিংহের পোজ নিয়ে বসে ছিলেন না?

ভূদেব। কোন্ সূর্য্যসিংহ?

হালদার। সংযুক্তা আর সূর্য্যসিংহ।...ওরা যে বলছিল আপনি ঐ সিনটা করতে পারেন, শুধু একটা সংযুক্তা পেলেই হয়।···রেকর্ডে শুনে শুনে ওটা আমার বেশ জানা আছে। আমি ঠিক পারব'খন। যেটুকু শুনলেন, কেমন লাগল? ঠিক হয় নি?

ভূদেব। (বুঝিয়া) ও, হাঁ, হাঁ, ঠিক হয়েছে ঠিক হয়েছে। চমৎকার! কিন্তু মিসেস্ হালদার, আমারি যে ওটা ঠিক মনে নেই। আচ্ছা, আমি দেখছি, আর কেউ যদি···

হালদার। বাঃ রে, ওরা সবাই বললে আপনি জানেন,—ষ্টেজে করবার আগে তাড়াতাড়ি একবার রিহার্শেল দিয়ে নিতে চান,—আর আপনি বলছেন, মনে নেই। তার চাইতে বলুন না কেন যে সংযুক্তা আপনার মনের মত হয় নি।

সাভিমানে মুখ ফিরাইলেন

ভূদেব। না না, সে-কি কথা। এর চাইতে ভাল সংযুক্তা আর কোত্থেকে আসবে। কিন্তু দেখুন, ও দৃশ্যটা বড্ড পুরাণো হয়ে গেছে; সবাই হয়তো পছন্দ করবে না।

হালদার। কিন্তু আমি তো আর কিচ্ছু জানিনে। আপনার করবার ইচ্ছে নেই, তাই বলুন।

ভূদেব। না, না, ইচ্ছে নেই, কে বললে। আচ্ছা, তবে ওই দৃশ্যই হোক। কিন্তু ভূমিকা দুটো পালটে নেওয়া যাক, কি বলেন? আপনি হোন সূর্য্যসিংহ, আর আমি সংযুক্তা।···তবু একটু নতুন রকম হবে।

হালদার। আচ্ছা বেশ, আমি তা'হলে সূর্য্যসিংহের কথাগুলো বলি—

পাষাণী, আমি তব ধাইব পশ্চাতে,
সাথে লয়ে তপ্ত আঁখিজল,
অনন্ত এ প্রেম মোর
ডালি দিতে চরণে তোমার—
তুমি কিন্তু চলে যাবে ফিরায়ে বদন,
বরষিয়া বিদ্রূপের হাসি······

ভূদেব। বাঃ চমৎকার! কি ন্যাচারাল, কে বলবে যে অভিনয়। অবিকল সত্যি বলে মনে হচ্চে।

হালদার। তার পর যেন কি, ঠিক মনে পড়ছে না। আচ্ছা, বইটে আনুক, তারপর হবে এখন।

ভূদেব। আমি যাচ্ছি, বইটে আনছি গে'। (প্রস্থানোদ্যত)

হালদার। না, না, আপনি থাকুন। বই ওরাই আনবে। বরং ততক্ষণ যেটুকু মনে আছে, বলে নিই—

নির্জ্জন এ লতাকুঞ্জ মাঝে,
করি যদি আমি তব অঙ্গ পরশন
কি করিতে পার তুমি...

ভূদেব। ভূদেব চৌধুরী।

হালদার। ভূদেব চৌধুরী। কি করিতে পার তুমি ভূদেব চৌধুরী ?

অগ্রসর হইলেন

ভূদেব। কি করিতে পারি আমি ?
হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ,
চীৎকার করিয়া লোক জমাইতে পারি—
আছে জোর, ধাক্কা দিতে পারি—
আর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল যাহা—
ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে পারি
রঙ্গভূমি হতে···

বাঁ দিকে দ্রুত প্রস্থান

হালদার। মাই গুডনেস্! মিঃ চৌধুরী, মিঃ চৌধুরী।

অনুসরণ করিলেন। নেপথ্যে পরদার আড়ালে মেয়েরা উঁকিঝুঁকি দিতেছিল। তাহারা কলহাস্য করিয়া সরিয়া গেল

একটু পরে নেপথ্যে দীপ্তির গান শোনা যাইতে লাগিল। ডানদিক হইতে মনোরমা ও শিশিরের প্রবেশ

মনোরমা। দেখ দেখি, ওদের গানটান সব আরম্ভ হয়ে গেছে। আমি না ডাকলে হয়তো আরো কতক্ষণ বাগানে বসে থাকতে—কিচ্ছু দেখতে পেতে না।

শিশির। (সলজ্জভাবে) আমি বুঝতে পারি নি।

মনোরমা হলের দরজার নিকট গিয়া দরজা খুলিয়া দেখিলেন, পরে প্রোগ্রাম দেখিলেন

মনোরমা। কেবলি স্থুরু হয়েছে, যাও বসগে'।

শিশির প্রস্থানোদ্যত

তোমার চা খাওয়া হয়েছে তো ?

শিশির। না।

মনোরমা। ওমা, সেকি! তাহলে তুমি এখন যেয়ো না। একটু বস। আমি এখনি আসছি।

দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। দরজা বন্ধ হইলে গানের শব্দ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া গেল। এই দৃশ্যের অবশিষ্ট সময় নেপথ্য হইতে গানবাজনা করতালি ইত্যাদির শব্দ আসিতে লাগিল। সম্মুখের ঘরের কথাবার্ত্তা চলিবার সময় শব্দ খুব মৃদু—প্রায় কর্ণগোচর হয় না। কিন্তু কথাবার্ত্তার অবকাশে মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট ভাবেই শোনা যাইতে লাগিল

শিশির। আপনি ব্যস্ত হবেন না। সে পরে হলেই চলবে এখন। আমি যাই গানটা শুনি গে'।

মনোরমা। না না, এখন যাওয়া হবে না, বস। কি পাগল ছেলে! সবার খাওয়া হয়ে গেল আর তুমি একলাটি চুপ করে বাগানে বসে রয়েছে। এইখানেই বস একটু। আমি আসচি।

মনোরমার প্রস্থান

শিশির কৌচে বসিয়া অন্যমনস্কভাবে একখানি প্রোগ্রাম লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। বাঁ-দিক হইতে উর্ম্মিলার প্রবেশ। হাতে মুক্তামালার কেস্

উর্ম্মিলা। (ঈষৎ নৈরাশ্যের স্বরে) ও, আপনি।

টেবিলের উপর কেস্‌টি রাখিয়া দিয়া শিশিরের নিকটে আসিল

আপনি এখানে একলাটি বসে রয়েছেন যে?

শিশির। হাঁ, মানে এখানে নয়···বাগানে বসেছিলুম। এখনি···এই একটু আগে, এখানে এসে বসেছি।

উর্ম্মিলা। তা' এখানে কেন? ওদিকে সব গানটান হচ্চে শুনবেন না?

শিশির। শুনব বই কি।···এই যাই। (উঠিল)

উর্ম্মিলা। আপনি বসেছিলেন, কোন দরকার ছিল কি?

শিশির। নাঃ, কিচ্ছু না। মানে, আপনার মা আমাকে বললেন যে খেতে হবে···খাবার নিয়ে আসচেন তাই।···তা দরকার নেই কিচ্ছু, আমি তাঁকে বলেছি।

উর্ম্মিলা। বেশ তো মানুষ! তবে আবার চলে যাচ্ছিলেন কেন? আমি যাই, মাকে শীগ্‌গির করে আনতে বলিগে'।

(প্রস্থানোদ্যত)

শিশির। [হঠাৎ বলিয়া ফেলিল] না, না, আপনি বসুন। আর কিছু চাইনে, কিচ্ছু দরকার নেই আমার।

কণ্ঠস্বরে আকুলতার আভাস উর্ম্মিলাকে চমকিত করিল। এ কথার পর আর যাওয়া চলে না। উর্ম্মিলা নিকটে একখানি চেয়ারে বসিল। নেপথ্যে গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করতালিধ্বনি শোনা গেল।

উর্ম্মিলা। দীপ্তির গানটা শুনতে পেলেন না। বেশ গাইছিল।

শিশির। উনি তো পরে আরো গাইবেন, তখন শোনা যাবে।··· (কম্পিতস্বরে) উর্ম্মিলা দেবী···আমার সেই কথাটা···তখন যে কথাটা বলতে গিয়ে বলবার সুযোগ পাই নি'।

তৃতীয় অঙ্ক

বাঁ-দিক হইতে পরিমলের প্রবেশ। উর্ম্মিলার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে থামিয়া

পরিমল। (শিশিরের প্রতি) এই যে, আপনিও রয়েছেন দেখছি। দীপ্তিদেবী এদিকে এসেছিলেন কি?

শিশির। না।

পরিমল। (কৈফিয়তের স্বরে) গানখানার জন্যে ওঁকে কনগ্রাচুলেট করব। তা গান শেষ হইতে কোথায় যে পালিয়েছেন। আপনারা শোনেন নি' বুঝি?

শিশির। না।

পরিমল। বেশ গানটি। (দূরে বসিলেন) হোপ, আই অ্যাম নট ইণ্ট্রুডিং?

শিশির। ও নো, নট অ্যাট অল।

উর্ম্মিলা। শিশিরবাবু, আমার উপহারগুলো আপনাকে এখনো দেখাই নি' বুঝি। আসুন দেখবেন।

উভয়ে টেবিলের নিকট গেল। উর্ম্মিলা অতিরিক্ত উৎসাহের সহিত শিশিরকে দেখাইতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে আড়চোখে পরিমলকে লক্ষ্য করিতে লাগিল

এই যে এইটে দিয়েছেন মিঃ সরকার। এইটে বাবা। রুবি ছবি আর শান্তা তিনজনে মিলে এইটে দিয়েছে। (ফটোফ্রেমটি হাতে লইয়া লীলা-কোমল কণ্ঠে) আর এইটে কে দিয়েছে বলুন তো?

শিশির। আমার ও সামান্য জিনিসটে এত সব দামী জিনিসের মাঝখানে মানাচ্ছে না। আমার দেখে লজ্জা হচ্চে।

উর্ম্মিলা। ইস্, সামান্য বই কি! এর দাম কি কম! আর উপহারের মূল্য কি তার দাম দেখে যাচাই করা চলে? আন্তরিকতায় ছোট জিনিসও বড় হয়।

শিশির। আপনার মন উঁচু। তাই ছোট জিনিসকেও বড় করে দেখতে পারেন।

নেপথ্য হইতে পুনরায় নাচ-গানের শব্দ শোনা গেল

পরিমল। আচ্ছা, শিশিরবাবু, আমি চললুম। ডলির নাচটা দেখিগে'। কিছু মনে করবেন না যেন। (শুষ্ক হাস্যে) অবশ্যি আমি গেলে আপনারা যে খুব কাতর হয়ে পড়বেন, তা বোধ হচ্চে না।…থাকলেই বরং…কি বলেন, অ্যাঁ…

প্রস্থান

সহসা উর্ম্মিলার সমস্ত উৎসাহ নিবিয়া গেল

শিশির। আইভরির প্াউডার কেস্‌টা কে দিয়েছেন? (উর্ম্মিলা নিরুত্তর) উর্ম্মিলাদেবী, এই পাউডার কেস্‌টা কে দিয়েছেন?

উর্ম্মিলা। কি জানি, ঠিক মনে নেই।

উর্ম্মিলা কৌচে গিয়া বসিল। শিশির আসিয়া ঐ কৌচের অন্য পার্শ্বে বসিল

শিশির। উর্ম্মিলা দেবী, এইবার আমার কথাটা শুনতে হবে।

উর্ম্মিলা। (অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে চাহিয়া) বলুন।

শিশির। আমার বলা হয় তো অন্যায় হচ্চে···আপনি কি ভাববেন জানিনে। কিন্তু আমার সামান্য উপহারটিকে আপনি যে সমাদর দেখিয়েছেন, ।তাইতেই আমার দুরাশা প্রশ্রয় পেয়ে বেড়ে উঠেছে। আজ নইলে আর কখনো আমি বলতে পারব না।···কিন্তু, কি যে বলব···ভাষা খুঁজে পাচ্ছি নে'।

উর্ম্মিলা। (শান্তকণ্ঠে মুখ না ফিরাইয়া) আপনি যা বলবেন, তা' আমি জানি, শিশিরবাবু।

শিশির। আপনি জানেন ?

উর্ম্মিলা। জানি, কোন মেয়ের কাছে কি একথা কখনো অজানা থাকে ?

শিশির। বাঁচলুম। মনের ভেতরে এ বোঝা বয়ে বেড়াবার দায় থেকে আমি নিষ্কৃতি পেলুম।

উর্ম্মিলা। (পূর্ব্ববৎ) কিন্তু আমি যে এর যোগ্য নই শিশিরবাবু।

শিশির। (আশান্বিত হইয়া) ও কি কথা বলছেন উর্ম্মিলা দেবী, আমিই আপনার যোগ্য নই। শুধু এই আশা যে আমার তুচ্ছ উপহারটির মত আমাকেও আপনি ··

উর্ম্মিলা। (ফিরিয়া) না, শিশিরবাবু, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি বলছিলুম···

শিশির। কি ?

উর্ম্মিলা। আপনি আমায় যে সম্মান দিতে চাইছেন, তা' আমার নেবার সাধ্য নেই।

শিশির। সাধ্য নেই ? তবে কি আমার পূজা দেবী গ্রহণ করবেন না ?

উর্ম্মিলা। আপনি অমন করে বলবেন না শিশিরবাবু। আপনার এ প্রস্তাব যে-কোন মেয়ের পক্ষে গৌরবের কথা।

শিশির। তবে ?

উর্ম্মিলা। কিন্তু ঐ যে বললুম, আমি অক্ষম।

শিশির। সত্যিই আমি অন্ধ। আকাশ-কুসুমের নেশায় আমার কখনো কখনো মনে হত যে···

উর্ম্মিলা। যদি কখনো আপনার মনে মিথ্যে আশা জাগিয়ে থাকি, তার জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন, শিশিরবাবু। কিন্তু আপনার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে না পারলেও, এটুকু বিশ্বাস করবেন যে আপনার বন্ধুত্বের মর্য্যাদা আমি বুঝি আর চিরদিন আপনাকে বন্ধু বলে মনে করব।

শিশির। বন্ধু !—আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি, ভবিষ্যতে হয়তো কোনদিন আপনার মতের পরিবর্ত্তন হ'তে পারে, এ আশা করা কি আমার পক্ষে দুরাশা হবে ?

উর্ম্মিলা। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব ?

শিশির। তা সম্ভব নয় সত্যি। আচ্ছা তবে বন্ধু বলেই মনের কোণে একটু স্থান দেবেন, আর এর চেয়ে উচ্চ আশা যে কখনো করেছিলুম সে কথা ভুলে যাবেন। আজকে তা হলে আসি। (উঠিল)

উর্ম্মিলা। সে কি, মার সঙ্গে দেখা না করে আপনি যেতে পারবেন না।

শিশির। আচ্ছা, আমি ও-ঘরে বসচি। অভিনয় শেষ হলে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে যাব।

তৃতীয় অঙ্ক

নেপথ্যে করতালিধ্বনি। শিশির হলঘরের দিকে চলিয়া গেল।
বাঁ-দিক হইতে উৎপলা ও ভূদেবের প্রবেশ

ভূদেব। বিরতি কতক্ষণ ?

উৎপলা। দশ মিনিট।

ভূদেব। তাহলে আমি একটু বাগানে বসি গে'। সময় হলে আমাকে ডেকে নিয়ে যাস্।

ভূদেবের ডানদিকে প্রস্থান

উৎপলা। দিদি, মা এসেছিলেন এ ঘরে ?

উর্ম্মিলা। না।

উৎপলা। একটু আগে খাবারের ডিস হাতে করে এই দিকেই আসতে দেখলুম যেন।

উর্ম্মিলা। কই না। এ ঘরে আসেন নি' তো।

উৎপলা। ডলির নাচটা বেশ হয়েছে। ও আগে থাকতেই যা' ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমার ভারি ভয় ছিল ওর জন্যে।

বাঁ-দিক হইতে দীপ্তির প্রবেশ

দীপ্তি। এই যে তোমরা এখানে।

উৎপলা। হাঁ, আমরা এখানে। কিন্তু যাঁকে খুঁজছিস, তিনি এখানে নেই।

দীপ্তি। কাকে আবার খুঁজছি। কি যা-তা বলছিস্।

উৎপলা। লুকানো কি অত সোজা সখি! ফুলটি ফুটলে তার গন্ধ যে আপনিই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দীপ্তি। ঐ এক কথা পেয়েছিস্। দেখতো, উর্ম্মিলাদি,' সব সময় কি ঐ এক ঠাট্টা ভাল লাগে ?

উর্ম্মিলা। কি হয়েছে পলি ? ওকে অমন করে জ্বালাতন করছিস্ কেন ?

উৎপলা। বিচার যদি করবে দিদি, তবে দু'পক্ষের কথা শুনে বিচার করো।

উর্ম্মিলা। আচ্ছা বেশ। তোর কথা কি বল।

দীপ্তি। আগে আমার কথা শোন উর্ম্মিলাদি'। আজ সন্ধ্যে থেকে ঐ এক ঠাট্টা পেয়েছে। আমি নাকি কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমি নাকি হাবুডুবু খাচ্ছি, এই সব। দু-একবার বললি, বেশ। সব সময় এক ঠাট্টা কি ভাল লাগে ?

উৎপলা। ঠাট্টা হলে একবারের বেশী বলতুম না। এ যে সত্যি গো সত্যি। এমন আনন্দের কথা, একি না বলে থাকতে পারা যায় ! দীপ্তির মত এত বড় একটা ঠাণ্ডা মাথাওয়ালা মেয়ে, তার অহঙ্কার আজ এমনি করে ধূলিসাৎ।

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) সত্যি নাকি ? তাহলে তো বলবেই, এতে তুমি রাগ করলে চলবে কেন ?

দীপ্তি। ওমা, এ কেমন এক চোখো' বিচার-কর্ত্তা গো। সত্যি মিথ্যে যাচাই করা হ'ল না—অমনি রায় হয়ে গেল।

উৎপলা। আচ্ছা বেশ, আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। এক নম্বর, দু'জনে একলা বাগানে দেখাশোনা—

দীপ্তি। সে তো আর ইচ্ছে করে নয়।

উৎপলা। দেখলে দিদি, ঘটনা অস্বীকার করছে না।

উর্ম্মিলা। তাইতো দেখছি। তা' কে সেই ভাগ্যবান পুরুষ তাঁর নাম শুনতে পাই নে' ?

উৎপলা। তাঁর নাম···

দীপ্তি। (তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া) না, পলি, এমনি ঠাট্টা করছিস্ কর। কিন্তু সত্যি সত্যি কারো নাম করে ঠাট্টা করলে আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

উৎপলা। (কৃত্রিম কোপে) তবু বলবি 'ঠাট্টা' !

দীপ্তি। (ঐরূপ স্বরে) ঠাট্টা নয় তো কি ?

উৎপলা। (কোমল কণ্ঠে) কিন্তু তোমার চোখ-মুখ যে অন্য কথা বলছে সখি। (স্বাভাবিক স্বরে) তারপর, একটু আগে এই ঘরের সেই দৃশ্যটি। সে কি কখনো ভুলতে পারি···

ওগো, নয়নে নয়নে বুঝি কি-ভাষা জানে,
দেখ, নিমেষে প্রকাশে যাহা ছিল গোপনে ;
কাল ছিল যে দূরে,
আজ হৃদয় পুরে,
নব বিকশিত পরিমল কমলাসনে।

উৎপলা "পরিমল" কথাটির উপর জোর দিয়া আবৃত্তি করিল। শুনিয়াই উর্ম্মিলার মুখের হাসি নিবিয়া গেল

দীপ্তি। বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস্ উৎপল। আমায় আর এখানে থাকতে দিলি নে'। (প্রস্থানোদ্যত)

উৎপলা। হাঁ হাঁ যাও, অনেকক্ষণ দেখ নি'।

তৃতীয় অঙ্ক

একথা শুনিয়া দীপ্তি আবার দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে,
এমন সময় রঘুয়ার প্রবেশ

রঘুয়া। মিস্ পলি, টাইম আপ্।

উৎপলা। (ঘড়ি দেখিয়া) ওমা, তাইত। দীপ্তি ভাই, তুই শীগগীর যা'। এবার তোর আছে। আমি দাদামশাইকে ডেকে নিয়ে আসচি।

দীপ্তি ও রঘুয়ার বাঁ-দিকে ও উৎপলার ডান দিকে প্রস্থান

উৎপলা দরজার কাছ হইতে ডাকিল

"দাদামশাই, ও দাদামশাই, এস।"

উৎপলার পুনঃ প্রবেশ

উৎপলা বাঁ দিকে চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় উর্ম্মিলা ডাকিল—

উর্ম্মিলা। পলি, শোন্।

উৎপলা। কি?

উর্ম্মিলা। (নির্লিপ্তকণ্ঠে) ও কবিতাটার শেষ লাইন কি বললি যেন? "নব বিকশিত পরিমল কমলাসনে"?

উৎপলা। হাঁ।

উর্ম্মিলা। আমার যেন মনে পড়ছে ওখানটায় অন্য কথা ছিল।

উৎপলা উর্ম্মিলার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। এইবার তাহার মনের ভাব বুঝিয়া ভয় পাইয়া গেল। মিথ্যা ঢাকিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে বলিল—

উৎপলা। নাঃ, আমার বেশ মনে আছে।

উর্ম্মিলা। তুই যা' বললি, তাতে কি কোন মানে হয়? "নব বিকশিত

পরিমল”···উঁহু। হাঁ, আমার এখন মনে পড়েছে। “নব বিকশিত শতদল কমলাসনে।” তাই না?

উৎপলা। (ধরা পড়িয়া) তা’ হবে। আমার ঠিক মনে ছিল না।

উর্ম্মিলা। (সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে) পলি, সত্যি কথা বল্।

উৎপলা। কি বলব?

উর্ম্মিলা। তুই ইচ্ছে করে “পরিমল” বলেছিলি?

উৎপলা। হাঁ।

দুজনেই কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ

উর্ম্মিলা। দীপ্তিকে যা’ বলে ঠাট্টা করছিলি, সব কি সত্যি?

উৎপলা। সবই কি আর সত্যি। কতকটা সত্যি, বেশীর ভাগই ঠাট্টা। আমি যাই দিদি, ওদিকে সময় হয়ে গেছে।

উর্ম্মিলা। আচ্ছা, যা।

উৎপলার বাঁ দিকে প্রস্থান

উর্ম্মিলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল। তারপর টেবিলের নিকট গিয়া মুক্তামালার কেস্‌টি খুলিয়া মালাটি তুলিয়া দেখিল। আবার কেস্ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। তাহার পর বাঁ-দিকে চলিয়া গেল। নেপথ্যে দীপ্তির গানের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল

* * *

জন্মতিথি

কিছুক্ষণ পরে "জন্মতিথি"র উৎসব শেষ হইলে পর ক্ষিতীশ ও
মনোরমার হলঘর হইতে প্রবেশ

ক্ষিতীশ। যা'ক, আজকের উৎসবটা বেশ নির্ব্বিঘ্নেই কেটে গেল বলা যেতে পারে।

মনোরমা। হাঁ, এখন যে-জন্যে এত করা, সেইটে হলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ক্ষিতীশ। তার জন্যে তুমি ভেবো না। মিলি আমাকে কথা দিয়েছে যে আজকে রাত্তিরেই যা হয় জানাবে।

মনোরমা। তোমার সবই বাড়াবাড়ি। মেয়ের মুখ থেকে না শুনলে আর চলবে না। আমরা যা' ভাল মনে করে করব, মেয়ে আবার তার ওপরে কি বলবে।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, তা হোক। আর কয়েক ঘণ্টা বই তো নয়। এর মধ্যেই তো সব জানা যাবে। ওকে মনস্থির করতে দাও।

মনোরমা। মনস্থির করতে কতদিন লাগে। দেখ, আজ মিলি বলুক আর না বলুক, শিশিরের সঙ্গে ওর বিয়ে আমি স্থির করে ফেলবই সে আগেই বলে রাখছি।

ক্ষিতীশ। অত ব্যস্ত হচ্চ কেন? দেখাই যা'ক বলে কি না।

উভয়ের প্রস্থান

ডান দিক হইতে পরিমল আসিয়া নতমুখে একখানি কৌচে বসিল।
বাঁ-দিক হইতে দীপ্তির প্রবেশ

দীপ্তি। (ডাকিয়া) উৎপলা, উৎপল।

পরিমল। (উঠিয়া) সে তো এখানে নেই। ডেকে দেব?

দীপ্তি। (গম্ভীর মুখে) না, থাক। (প্রস্থানোদ্যত)

পরিমল। যদি কোন দরকার থাকে, আমাকে আদেশ করতে পারেন।

দীপ্তি। না, দরকার কিছু নেই। এইবার যাব, তাই বিদায় নেবার জন্যে।

পরিমল। এখনি চলে যাবেন?

দীপ্তি। হাঁ, অনেক রাত হয়ে গেছে।

পরিমল। (দীপ্তির মুখ ভাব লক্ষ্য করিয়া) আপনি হঠাৎ এত গম্ভীর হয়েছেন কেন বলুন তো?

দীপ্তি। না, গম্ভীর আবার কোথায়?

পরিমল। এই একটু আগেই কত হেসে হেসে কথা কইছিলেন, আর এখন যেন একেবারে আলাদা মানুষ।

দীপ্তি। মানুষ কি হাসির কল যে সব সময়েই হাসবে।

পরিমল। তা নয় সত্যি, তবু হাসির আসা আর যাওয়ার একটা কারণ তো থাকা চাই। একটু আগে মুখে যে হাসিটুকু লেগেই ছিল, এখন সে হাসি মিলিয়ে যাবার কারণ কি?

দীপ্তি। অভিনয় দিয়ে আমাদের পরিচয় হয়েছিল বলে যে বরাবরই অভিনয় করতে হবে তারও কোন মানে নেই।

পরিমল। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। কোন অপরাধ করেছি কি আমি? কি অপরাধ বলুন, আমার সাধ্যমত তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

দীপ্তি। কেন আপনি আমায় আগে সব কথা বলেন নি?

পরিমল। কি বলি নি?

দীপ্তি। আমি একটু আগে উৎপলার কাছে সব শুনেছি।

পরিমল। কি শুনেছেন?

দীপ্তি। উর্ম্মিলা-দি'র কথা।

পরিমল। উর্ম্মিলা দেবীর কথা?

দীপ্তি। হাঁ! কতদিন থেকে আপনাদের জানাশোনা—আপনাদের বিয়ের কথাবার্ত্তা এসব সত্যি নয়?

পরিমল। সত্যি।

দীপ্তি। তবে?

পরিমল। কিন্তু সে তো হবার নয়। কাকিমার···উর্ম্মিলা দেবীর মার নিতান্ত অমত।

দীপ্তি। তা হোক। কিন্তু আপনাদের নিজেদের মধ্যে কি কোন বোঝাপড়া হয়ে যায় নি'?

পরিমল। কিচ্ছু না। উৎপলা যদি তাই বলে থাকে তাহলে ভুল বুঝেছে।

দীপ্তি। আপনারা দুজনে দুজনকে ভাল—বাসেন না?

পরিমল। দেখুন, ওঁর কথা আমি বলতে পারব না। কখনো হয়তো একরকম মনে হয়েছে, আবার তার পরমুহূর্ত্তেই বুঝেছি যে তা' আগাগোড়া ভুল।···হাঁ, তবে আজকে বেশ বুঝেছি, তিনি শিশির বাবুকে চান।

দীপ্তি। আর আপনি?

পরিমল। আমি?···সে কথায় আর কাজ কি! (বিষণ্ণ হাস্যে) সংসারে ভালবাসাটাই তো বড় কথা নয়।

দীপ্তি। আমার কথার উত্তর তো এখনো পাই নি' পরিমল বাবু।

পরিমল। আমি খুবই বাসতুম, এখনো বাসি।

দীপ্তি। তবে?

পরিমল। কি তবে?

দীপ্তি। তবে ইচ্ছা করেই আপনি আমায় অন্যরকম বুঝিয়েছিলেন? (মুখ ফিরাইল)

পরিমল। (সবিস্ময়ে) আমি বুঝিয়েছিলুম! আপনাকে! (দীপ্তির মনোভাব বুঝিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন দীপ্তি দেবী। আমার কোন ব্যবহারে যে এ কথা মনে হতে পারে তা' আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আমাকে বিশ্বাস করুণ দীপ্তি দেবী। সত্যিই বলচি ··(দীপ্তির হস্তধারণ)

বাঁ দিক হইতে উর্ম্মিলার প্রবেশ

ঠোঁটের কোণে একটা অদ্ভুত হাসি। উর্ম্মিলা আসিয়া দুজনের মাঝখানে দাঁড়াইল

উর্ম্মিলা। (দীপ্তির প্রতি) বড় অসময়ে এসে পড়েছি ভাই, না? মনে হচ্চে, একটা হৃদয়-গলানো দৃশ্যের মাঝখানে বাধা দিলুম যেন!

দীপ্তি। সে কি উর্ম্মিলাদি!

উর্ম্মিলা। এই তো "জীবনের স্বাদ", "আপন-হারা হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেবার আনন্দ"...

দীপ্তি। উর্ম্মিলা-দি'...

উর্ম্মিলা। (আত্মসংবরণ করিয়া—জোর করিয়া হাসিয়া হাসিয়া

বলিতে লাগিল) তুমি ভাবছ, আমার বুঝি হিংসে হয়েছে? রামঃ। মোটেও না। তুমিও যেন ভাই আমার ওপরে রাগ করো না।…আর নয় ভাই। অনেকক্ষণ তোমাদের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা সুখী হও, আমি চললুম।

দ্রুতপদে যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিল

ও, আর একটা কথা।…এই মালাছড়া…(কেস হইতে মালা বাহির করিয়া হাতে লইল)…এটা ওঁরই দেওয়া… জন্মদিনের উপহার! এটা যার গলায় মানাবে এস তাকেই পরিয়ে দিই।

অগ্রসর হইতেই দীপ্তি মাথা নাড়িল

ও, আমার হাত থেকে নেবে না বুঝি! বেশ, এখানে রইল। যার হাত থেকে পেলে খুসি হও, তিনিই পরিয়ে দেবেন।

হলের দিকে দ্রুত প্রস্থান

দীপ্তি। উর্ম্মিলাদি! ভুল বুঝো না—পাগলামো করো না—(পশ্চাৎ অনুসরণ)

পরিমল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।
ডান দিক হইতে উৎপলার প্রবেশ

উৎপলা। পরিমলবাবু, দিদি নেই এখানে?
পরিমল। (মুখ তুলিয়া) না।

তৃতীয় অঙ্ক

উৎপলা। কোথায় গেল আবার। রুবিদি'রা সবাই এখন যাবে, তাই ডাকছে।

উৎপলার হলের দিকে প্রস্থান

পরিমল উঠিয়া ডানদিকে চলিয়া গেল। একটু পরে বাঁ দিক হইতে ক্ষিতীশ ও মনোরমা আসিলেন

মনোরমা। আমি ডেকে জিজ্ঞেস করছি। তোমার কিচ্ছু বলতে হবে না।

ক্ষিতীশ। তা' অত ব্যস্ত হচ্চ কেন? মিলি নিজেই তো বলবে বলেছে।

মনোরমা। তুমিই তো বলেছিলে যে আত্মীয়-স্বজন যাঁরা এসেছেন তাঁদের আজকেই শুভসংবাদটি জানাতে হবে। সেইজন্যে তাঁদের আমি এখনো যেতে দিই নি'। আর কত রাত্তির তাঁদের আটকে রাখব।

ক্ষিতীশ। মিলি কোথায়?

মনোরমা। ঠিক জানি নে'। অনেকক্ষণ দেখিনি'। পলি ডাকতে গেছে।

ভূদেবের প্রবেশ

উভয়ে বাসলেন

ভূদেব। বড়মা, উৎসব তো মিটে গেল। এখন আসল কাজের কতদুর? উর্ম্মিলা বলেছে কিছু?

মনোরমা। এইবার সেটা জানা যাবে। পলি লিলিকে ডেকে আনতে গেছে।

জন্মতিথি

বাঁ দিক হইতে উৎপলার প্রবেশ

কি রে পলি, মিলিকে পেলি।

উৎপলা। মা, দিদি ওপরে তার নিজের ঘরে। দোর বন্ধ। ডেকে বললুম যে রুবিদি'রা যাচ্ছে—এস।···তা ভেতর থেকে বললে, এখন আসতে পারবে না।

মনোরমা। আসতে পারবে না কি রকম। এমন খেয়ালী মেয়েও তো দেখিনি' কখনো! বলগে' তো যে মা' ডাকছে, শীগ্‌গীর এসো।

ক্ষিতীশ। পলি', বলিস যে বাবা আর মা দু'জনেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

উৎপলার প্রস্থান

ক্ষিতীশ। তুমি ওকে কিছু বলেছ-টলেছ না-কি?

মনোরমা। আমি আবার কি বলতে যাব। মেয়ের যে কিসে থেকে কি হয় তা কারু বোঝবার সাধ্যি নেই। আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটির মাথা খেয়েছ একেবারে।

ক্ষিতীশ। তা, দেখ, আজকে না হয় থাক। আজকে হয় তো ওর শরীর ভাল নেই।

মনোরমা। আচ্ছা, সে আমি বুঝব এখন। তুমি এখান থেকে যাও তো।

ক্ষিতীশ। দেখ, তুমি ওকে এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করতে পারবে না কিন্তু। মিলি যদি নিজে থেকে শিশিরের কথা না বলে···

মনোরমা। নিজে থেকেই বলবে।

ক্ষিতীশ। বলে সে তো ভালই। কিন্তু যদি না বলে তাহলে তুমি যে জোর করে···

মনোরমা। আহা, তুমি যাও না এখান থেকে। দেখ, তুমি থাকলে ও হয়তো লজ্জা করবে। ওর কাছে শুনে আমি তোমাকে বলে আসব এখন।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

ক্ষিতীশের হলঘরের দিকে প্রস্থান

ভূদেব। বড়-মা, আমিও যাই না হয়।

মনোরমা। না না, আপনি থাকুন। যদি দরকার হয় আপনিও দুএক কথা মিলিকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।···আচ্ছা দেখুন তো', এসব বাড়াবাড়ি নয়? উর্ম্মিলা যদি একটা অন্যায় কথা বলে তাও কি মেনে নিতে হবে?

মাঝের দরজা দিয়া উর্ম্মিলার প্রবেশ

হৃদয়ের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহার চিহ্ন মুখে পরিস্ফুট। কপালের উপর দিয়া চুল ঈষৎ এলোমেলো', চোখে কান্নার চিহ্ন

উর্ম্মিলা। কি অন্যায় বলেছি মা?

মনোরমা। ও মা, এই যে মিলি। এখন আবার ওপরে গিয়ে শুয়েছিলি কেন মা?

উর্ম্মিলা। হঠাৎ মাথাটা কেমন করে উঠল, তাই।

মনোরমা। তাই নাকি? তাহলে ঘরে কেন মা? বাগানে একটু বস গে' না বরং।

উর্ম্মিলা। দরকার নেই, এখন অনেকটা কমেছে। অন্যায়ের কথা কি বলছিলে?

মনোরমা। ও, বলছিলুম যে, তোরা যদি অন্যায় কিছু করিস্, তাই মেনে নিতে হবে এমন কোন কথা নেই।

উর্ম্মিলা। অন্যায় কি বলেছি কিছু?

মনোরমা। না, তা' বলছি নে'। এখন লেখাপড়া শিখেছিস, ভালমন্দ বোঝবার বয়স হয়েছে। অন্যায় বলবি কেন?

উর্ম্মিলা। বাবা কোথায়?

মনোরমা। উনি একটু বাইরে গেছেন।

উর্ম্মিলা। আমাকে ডেকেছিলে কেন?

মনোরমা। (খুব সতর্কতার সহিত কথাটি পাড়িলেন) উনি তো বলেছিলেন যে থাক, ওর শরীর খারাপ করেছে, ডেকে কাজ নেই। আমি বললুম, সে কি হয়! সবাইকে বসিয়ে রেখেছি। একটুখানি এসে একটা কথা বলা যাবে বইতো নয়। এ আর মুস্কিলের কাজ কি। এ তো আনন্দের কথা। শুভকাজে শুধু শুধু দেরী করাটা আমি ভালবাসি নে'।

উর্ম্মিলা। বেশ। আমি তো এসেছি, যা করবে করে ফেল।

মনোরমা। হাঁ, করব সব আমিই। তুই শুধু একটি কথা বলবি।

উর্ম্মিলা। কি বলব, তুমিই বলে দাও।

মনোরমা। এই তো আমার মা-লক্ষ্মী। উনি আগে থেকে সাত-পাঁচ ভেবেই অস্থির। শুনলেন মামাবাবু মেয়ে আমার তেমন নয়। আমাদের মতেই মেয়ের মত।...তাহলে মা সবাইকে বলি গে' যে

সামনের মাসেই একটা ভাল দিন দেখে শিশিরের সঙ্গে তোর শুভকার্য্য সম্পন্ন হবে।

উর্ম্মিলা। বেশ।

মনোরমা। তুই এখানেই থাকিস্ মা। আমি ওঁকে ডেকে আনছি। আর সবাইকেও বলিগে' যাই।···উনি আগে থাকতেই ভেবে অস্থির।

প্রস্থান

উর্ম্মিলা বসিল। ভূদেব উঠিয়া আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলেন

ভূদেব। (আর্দ্রস্বরে) দিদি,

উর্ম্মিলা। কি, দাদামশাই ?

ভূদেব। আমার একটা কথা রাখবি ?

উর্ম্মিলা। কি, বল।

ভূদেব। তোর মনের কথা সব খুলে আমায় বল।

উর্ম্মিলা। মনের আবার কি কথা থাকবে দাদামশাই ?

ভূদেব। এমন একটা আনন্দের কথা কিন্তু তোর মুখে হাসি নেই কেন ?

উর্ম্মিলা। এই তো হাসছি। (হাসিল)

ভূদেব। চোখ দুটো ফুলো-ফুলো'—

উর্ম্মিলা। চোখে একটা পোকা পড়েছিল।

ভূদেব। মুখের ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে···

উর্ম্মিলা। তুমি স্বপন দেখছ।

ভূদেব। স্বপন আমি দেখছি নে' দিদি, কিন্তু তুইও যেন ভুলে যাস নে'

যে এটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব জীবন ; এতে একদিনের ভুলে মানুষকে হয়তো চিরজীবন অনুতাপ করতে হয়।

উর্ম্মিলা। আজকে কোন ভুল হয় নি' দাদামশাই। এতদিন যা বুঝে এসেছি সেইটেই ছিল ভুল।

ভূদেব। (একটু পরে) ভুল যদি হয় তবে সে ভুল ভেঙ্গে ভালই হয়েছে। কিন্তু দিদি, যেখানে নিজের হাত আছে সেখানেও যেন ভুল করে বসিস্ নে'।

উর্ম্মিলা। কি দাদামশাই ?

ভূদেব। শিশিরের সঙ্গে বিয়েতে সম্মতি দেবার আগে তুই নিজের মন ভাল করে বুঝে দেখেছিস ?

নির্ম্মলা। কিছু বুঝি নি' দাদামশাই, বুঝতেও চাইও নে'। শুধু এইটুকু বুঝেছি যে জগতের কোন কিছুতেই আমার আর কোন সুখ দুঃখ নেই।

ভূদেব। তাহলে দিদি, আমার মনে হয় এটা ভাল হচ্চে না।

উর্ম্মিলা। ভাল মন্দ জানি নে' দাদামশাই, কিন্তু আমি যা' চাই, তা যখন হবেই না, তখন বাবা-মা যাতে সুখী হন, তাই হোক!

ভূদেব। (একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া) বেশ দিদি, এই পথই যদি বেছে নিয়ে থাকিস্, তবে মনকেও তারি মত করে তৈরি করে নে'। আর যেন পেছন ফিরে তাকাস্ নে'।

উর্ম্মিলা। আমার বুকের সবখানি শক্তি দিয়ে সেই চেষ্টাই করব দাদামশাই।

তৃতীয় অঙ্ক

হলঘর হইতে ক্ষিতীশের প্রবেশ

ক্ষিতীশ। উর্ম্মি, মা,……

উর্ম্মিলা। (উঠিয়া, হাসিমুখে) বাবা, এইবার তোমার দুর্ভাবনা ঘুচল। আমার কথা রেখেছি শুনেছ তো ?

ক্ষিতীশ। হাঁ, তোর মার কাছে শুনলুম। বড় সুখী হলুম মা। আমার ভারি ভাবনা ছিল। এ নিয়ে তোর মার সঙ্গে কত ঝগড়াও করেছি। এখন আর সত্যি কথা বলতে কি…আমার কেমন একটা ধারণা ছিল যে পরিমলের ওপরে……

উর্ম্মিলা। বাবা, তুমি এ সব কথা কিচ্ছু বোঝ না।

হাসিয়া মুখ ফিরাইল। উৎপলার প্রবেশ।
ছুটিয়া গিয়া ভূদেবের পার্শ্বে দাঁড়াইল

উৎপলা। দাদামশাই, টাকা ফেল।

ভূদেব। টাকা, কিসের ?

উৎপলা। রূপোর। ঝকঝকে দশটি টাকা তা নোট হলেও চলবে। বাজি ধরেছ মনে নেই ?

ভূদেব। ও, তা আমি তো তখন বলেছিলুম ; তুই ধরতে চাইলি নে’। এখন টাকা দেব কেন ?

উৎপলা। ও, তাইতো। বড্ড বেঁচে গেলে। কিন্তু হার মানতে হবে, নইলে ছাড়ছি নে’। হা’র মান, হা’র মান, শীগগীর।

ভূদেব। আচ্ছা, হার মানছি।

উৎপলা। বল, ‘তোমার চাইতে আমি ঢের ভাল বুঝি।’

ভূদেব। তোমার চাইতে আমি ঢের ভাল বুঝি।

উৎপলা। আঃ, কি জ্বালাতন! ঠিক করে বল শীগগীর, নইলে……
(কীল দেখাইল)

ভূদেব। আচ্ছা, আচ্ছা, বলছি। আমার চাইতে তুই ঢের ভাল বুঝিস্। হ'ল ?

উৎপলা। আর কখনো আমার কথার ওপরে কথা বলবে ?

ভূদেব। নাঃ। বাপ রে, কোথায় লাগে তৃতীয় পক্ষের পরিবার।

ক্ষিতীশ। তোরা নিজেরাই সব আনন্দ করছিস্, কিন্তু শিশির কোথায় ?

উৎপলা। হলঘরেই তো দেখেছিলুম, একটু আগে।

ক্ষিতীশ। যাই, আমি শিশিরকে ডেকে আনি' গে।

প্রস্থান

ভূদেব। উৎপল, পরিমলের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল এখন ?

উৎপলা। কই, না।

ভূদেব। তাহলে আমাকে ফেলে পালালো বোধ হয়। দেখি, একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা করি গে'। পয়সাটা বাঁচাব ভেবেছিলুম, তা আর হ'ল না।

উৎপলা। দাদামশাই—মিসেস্ হালদার এখনো সংযুক্তার জন্যে অপেক্ষা করছেন – সংযুক্তা হলে তিনিই আপনাকে পৌঁছে দেবেন।

ভূদেব। দেখ উৎপল—মরিয়া হলে মানুষ খুন করতে পারে তা জানিস্ ফের মিসেস্ হালদারের কথা তুললে—আমি মরিয়া হয়ে যা তা একটা কাণ্ড করব বলে দিচ্ছি।

প্রস্থান

উৎপলা। যাই, দীপ্তিকে খবরটা দিয়ে আসি।

প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

শিশিরের প্রবেশ

শিশির। আমি শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। যা শুনলুম, তাতে কি আপনার সম্মতি আছে?

উর্ম্মিলা। আছে।

শিশির। আমায় ক্ষমা করবেন। একটু আগে এ কথা শুনলে আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করতুম। কিন্তু দীপ্তি দেবীর কাছে যা শুনলুম তাতে—আমাকে সত্যি বলুন, আপনার সম্মতি আপনি স্বেচ্ছায় দিয়েছেন তো?

উর্ম্মিলা। না।

শিশির। তা হ'লে যারা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার সম্মতি আদায় করেছেন—

উর্ম্মিলা। আপনি ভুল বুঝেচেন। সম্মতি দিতে কেউ আমায় বাধ্য করেনি।

শিশির। তবে যে বল্লেন "স্বেচ্ছায় নয়"।

উর্ম্মিলা। তার মানে এ প্রস্তাবে সম্মতির পেছনে আসল যে জিনিষটি থাকবার কথা, তা আমার নেই।

শিশির। তা হ'লে দীপ্তি দেবী ঠিকই বলেছেন—আমাকে ক্ষমা করবেন—আপনার এ সম্মতি আমি মেনে নিতে পারছিনে'। যা পরিমলবাবুর ন্যায্য পাওনা—তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে···

উর্ম্মিলা। আপনার নিজের কথাই বলুন শিশিরবাবু। আপনার কথা যদি আপনি ফিরিয়ে নিতে চান কেউ আপনাকে আটকে রাখবে না।

শিশির। আপনি রাগ করতে পারেন, কিন্তু একটু আগেই আমাকে যে বন্ধুত্বের অধিকার দিয়েছেন, তার দাবীতে এটুকু আপনাকে বলব যে আপনি ভুল বুঝে পরিমলবাবুর উপরে অবিচার করছেন। আমি দীপ্তি দেবীকে ডেকে আনছি। ঠাণ্ডা মাথায় তাঁর কাছে সব কথা শুনলে আপনার আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

হলঘরের দিকে প্রস্থান

ভূদেব ও পরিমলের প্রবেশ

ভূদেব। উর্ম্মিলা, ক্ষমা চা', পরিমলের কাছে ক্ষমা চা শীগগীর।

পরিমল। ওঁকে ক্ষমা চাইতে হবে না দাদামশাই। পুরুষরা যাই করুক না কেন, চিরদিন তারাই অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে এসেছে। সুতরাং আমিই ক্ষমা চাইছি।

অগ্রসর হইয়া আবার ভূদেবের দিকে ফিরিয়া চাহিল

কিন্তু যে অপরাধ করিনি', তার জন্যে ক্ষমা কি করে চাইতে হয় দাদামশাই ?

ভূদেব। বল যে, 'দেবি, অপরাধটাও তোমার সৃষ্টি ক্ষমাটাও তোমার। এইবার তোমার লীলা পরিবর্ত্তন কর।'

উর্ম্মিলা। অপরাধ যদি না হয়ে থাকে, তবে ক্ষমা চাইবারও কোন দরকার নেই।

ভূদেব। ওরে, হয় নি', হয় নি'। একশো'বার তো বলছি যে অপরাধ হয় নি'। তবু তুই ঐ গোঁ, ধরে বসে থাকবি।

তৃতীয় অঙ্ক

দীপ্তির সহিত শিশিরের প্রবেশ

দীপ্তি। দাদামশাই আপনি সব জেনেশুনেও এতবড় অন্যায়টা হতে দিচ্চেন ?

ভূদেব। কি করব বল। আমার সাধ্যমত চেষ্টা তো করছি। কিন্তু দেবী যে কিছুতেই প্রসন্ন হচ্চেন না।

দীপ্তি। উর্ম্মিলা-দি', এখনো তোমার ভুল বুঝতে পারো নি' ? আচ্ছা, কিসে তোমার বিশ্বাস হবে বল।

ইতস্ততঃ চাহিয়া টেবিলের উপর হইতে মুক্তামালাটি তুলিয়া লইল

এই যে সেই মালা। এ মালা তুমি আমায় দিতে চেয়েছিলে। এখন আমিই আবার তোমায় গলায় পরিয়ে দিই। তা হ'লে তো তোমার বিশ্বাস হবে ?

অগ্রসর হইল

ভূদেব। দেখি, দেখি, মালাটা আমায় দাও তো দীপ্তি। (লইলেন) বড়রাণি, পণ করেছিলি মনে আছে তো ? 'এ মালা যে তোর গলায় পরিয়ে দিতে পারবে তারই জিত।'...পরিমল,—

ভূদেবের ইঙ্গিতে পরিমল মালা লইয়া উর্ম্মিলার গলায় পরাইয়া দিল ডানদিক হইতে

রঘুয়ার প্রবেশ

রঘুয়া। মিস্ রায় ! মিঃ নির্ম্মল রায় কাম। মোটর আউট সাইড।

প্রস্থান

দীপ্তি। ও ছোড়দা গাড়ী নিয়ে এসেছে। উর্ম্মিলাদি' আজকে তা হ'লে আসি। দাদামশাই মনে রাখবেন — নমস্কার—

প্রস্থানোদ্যত

শিশির। দীপ্তি দেবী যদি অনুমতি করেন, আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

দীপ্তি। কেন আবার আপনি কষ্ট করবেন ?

শিশির। এতে আর কষ্ট কি—চলুন—

শিশিরের প্রস্থান

ভূদেব। হ্যাঁ এস দিদি আজকের তিথিটা ভাল।

দীপ্তি। তাই নাকি ? তবে চলুন দাদামশাই আপনাকে আমরা বাড়ী পৌছে দিই। পরিমলবাবুর ত বিলম্ব হবে ?

ভূদেব। এর মধ্যেও আমি ? তবে, একটু অপেক্ষা কর দিদি আমি ক্ষিতীশকে বলে আসি।

ক্ষিতীশের প্রবেশ

ক্ষিতীশ। উর্ম্মিলা, শিশির, তোমরা এ ঘরে একবার এস তো। সবাই তোমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন। (নিকটে আসিয়া) ও', আমার ভুল হয়েছে, এ যে পরিমল।

ভূদেব। হাঁ, পরিমলই বটে। তবে ভুল কিছু হয় নি'। আশীর্ব্বাদটা পরিমলেরই পাওনা।

ক্ষিতীশ। সে আবার কি ! আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি নে'।

ভূদেব। বুঝো পরে। এখন খুসি হয়েছ কিনা তাই বলো।

ক্ষিতীশ। নিশ্চয় হয়েছি। কিন্তু আমার খুসি-অখুসির কথা তো নয়—উর্ম্মিলা ··

ভূদেব সেটা বোধহয় ওর দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে।

ক্ষিতীশ উর্ম্মিলার দিকে চাহিলেন।

উর্ম্মিলা সলজ্জহাস্যে মুখ ফিরাইল

ক্ষিতীশ। বেশ, বেশ, বড় খুসি হলুম মা। কিন্তু একটু আগেই তবে কেন বলেছিলি যে পরিমলকে তোর পছন্দ নয়?

উর্ম্মিলা। বাবা, তুমি এ সব কথা কিছু বোঝ না।

মিসেস হালদারের প্রবেশ

হালদার। এই যে এখানে সব জটলা করছ। প্রোগ্রাম শেষ না হতেই সব সরে পড়লে যে, ব্যাপার কি? এখনো যে অভিনয় বাকী রয়েছে। দীপ্তি, তোমাদের "বিনিময়" আগে হবে না "সংযুক্তা" আগে হবে?

উৎপলার প্রবেশ

উৎপলা। দাদামশায়—এইবার।

ভূদেব। মাপ করবেন মিসেস হালদার "বিনিময়" ষ্টেজের ওপরে না হলেও সত্যি-সত্যিই হয়ে গেছে। আর সংযুক্তা—সেটা, এখন এত রাত্তিরে too late.

হালদার। (হতাশস্বরে) গুডনেস্।

যবনিকা

"জন্মতিথি"

— সাময়িক পত্রাদির অভিমত —

দেশ—২৩শে চৈত্র ১৩৪১

…"নাট্যকার হিসাবে প্রবোধবাবু ইতিপূর্ব্বেই বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। এবং এই "জন্মতিথি" নাটকে তাঁহার সেই সুনাম আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি যে প্রকৃতই রসজ্ঞ—তাঁহার লেখনীর মধ্য দিয়া সেই রস প্রকাশের ক্ষমতা যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে—তাহা এই "জন্মতিথি" অভিনয় দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।…

সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে প্রচুর হাস্যরসের যথেষ্ট উপাদান আছে এবং তাহা দর্শকের চিত্ত আনন্দাপ্লুত করিয়া রাখে।

সোণার বাংলা—২৩শে চৈত্র ১৩৪১

…নাট্যকার শ্রীপ্রবোধ মজুমদারের রচনাশক্তির যে পরিচয় গত শনিবার সন্ধ্যায় পেয়েছি তার জন্যে আশা করা নেহাৎ অন্যায় হবে না যে অচিরে এই নবীন নাট্যকার তাঁর আসন নাট্য-আসরে সুদৃঢ় করতে পারবেন।

স্বদেশ—শুক্রবার ২২শে চৈত্র ১৩৪১

"নাট্য-নিকেতনে অভিনীত ত্র্যঙ্ক নাটক জন্মতিথি দেখে আমরা একটি নির্ম্মল সন্ধ্যা কাটিয়ে এসেছি।…নাটকখানা বেশ লাগল…

নবশক্তি—শুক্রবার ২২শে চৈত্র ১৩৪১

নাটকটি এবং নাট্যকারের আমরা প্রশংসা করি। উচ্চাঙ্গের প্রাণখোলা হাসির মধ্যে দিয়ে নাটকটি অগ্রসর হয়েছে।

বাঙলা—শুক্রবার ২২শে চৈত্র ১৩৪১

...নাট্যনিকেতনমঞ্চে...“শুভযাত্রা” নাটিকার নাট্যকার শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার এম-এ বি-এল প্রণীত নূতন হাস্যরসোজ্জ্বল নাটিকা “জন্মতিথি”র উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে।... অভিনয়ের সমস্তক্ষণ ধরিয়াই প্রেক্ষাগৃহের আগাগোড়া অনাবিল হাস্যরসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত তারুণ্য বা অশ্লীলতা বা বিগত যুগের “মোটা রসিকতা” এই হাস্যরসে বিন্দুমাত্র যোগান দেয় নাই, ইহা নাট্যকারের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নহে · মোট কথা “জন্মতিথি” রচনা এবং অভিনয় উভয় দিক দিয়াই উপভোগ্য।...ইহা নিতান্ত ‘মক্ষিকাবৃত্তির’ও মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে।

অগ্রদূত—শুক্রবার ২২শে চৈত্র ১৩৪১

পশ্চিমে “ড্রয়িংরুম” থিয়েটার বলে একটা কথা আছে। একটি বা দুটি দৃশ্যের একখানি নাটক থাকে—যা’ আগাগোড়াই বিনা দৃশ্যপটে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীর ড্রয়িংরুমে অভিনীত হয়।...কলারসজ্ঞ দর্শক এই ধরণের অভিনয় দেখে...বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন।

“জন্মতিথি” ঠিক এই ধরণের নাটক। ড্রয়িংরুমেই এর অভিনয়ে স্থান হওয়া উচিত ছিল। তবে একথা ঠিক যে

রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগারে বসে আমরাও কম উপভোগ করিনি। নাটক আর তার অভিনয় দুইই আমাদের নিকট ভাল লেগেছে।

দীপালি—

নাট্যকারের কলমের মুন্সীয়ানা দেখে খুসি হয়েছি। নাটকখানির মধ্যে সাহিত্যরস এত আছে যা যথার্থ রসিকের চিত্তকে আনন্দাপ্লুত করে রাখবে। আবার গ্যালারীর দেবতাদের জাগ্রত রাখবার উপাদানও এর মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে।

•••চটুল রসের মাঝে মাঝে গম্ভীররস পরিবেশন করে তিনি আমাদের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন।

বঙ্গশ্রী ঃ—

১ম বর্ষ—১ম সংখ্যা—মাঘ ১৩৩৯

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

'প্রবাসী'—পৌষ ১৩৩৯—

"শুভযাত্রা"—শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার রচিত কথানাট্য 'প্রবাসীর' এই সংখ্যার রত্নরাজির একটী মধ্যমণি। বাঙ্‌লার নাটক পড়িয়া পড়িয়া যখন প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন "শুভযাত্রার" শুভপ্রবেশ শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। ভদ্র, সংযত ভাষায়, সামান্য না হইলেও ঘটিতে পারে, ঘটিয়াছে এমন একটী ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া, নাটকে'র মধ্য দিয়া কি অপরূপ শতদল বিকশিত হইতে পারে; তাহা দেখাইবার জন্যই এক অখ্যাতনামা নূতন লেখকের কণ্ঠে বীণাপাণি ভর করিয়াছিলেন। নাটকের দরবারেও "শুভযাত্রা"র যাত্রা শুভ হউক ইহাই কামনা করি।

এই নাটকের গল্পাংশ দিবনা; নাটকটী সম্পূর্ণ না পড়িলে রসোপলব্ধি হইবে না—এবং এমন নাটক না পড়াটাও আমরা দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি।

* * * * গতকল্য 'প্রবাসী'তে আপনার লেখা "শুভযাত্রা" পড়িলাম। পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। * * * *

* * আপনার আর কোনও নাটক পূর্ব্বে পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই যদি আপনার প্রথম নাটক হয়, মুগ্ধ বিস্ময়ে আপনার পরবর্ত্তী নাটকের প্রতীক্ষায় রহিলাম। "শুভযাত্রা" পড়িতে, পড়িতে চোখে জল আসিয়াছে স্বীকার করিয়া মানসিক দৌর্ব্বল্যের জন্য লজ্জা পাইতেছি না। একাঙ্ক নাটকের টেকনিকটী আপনি ভালভাবেই আয়ত্ত্ব করিয়াছেন। আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আশাকরি আপনার লেখনী রসসৃষ্টি কার্য্যে বিরত হইবেনা।

"মন্মথ রায়"

গত শনিবার নাট্যনিকেতনে "শুভযাত্রা" নামক যে নূতন নাটিকাখানি'র উদ্বোধন হয়েচে তার রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মজুমদারের উদ্দেশ্যে আমরা প্রশস্তি উচ্চারণ করচি। প্রথম চেষ্টাতেই তিনি নাট্যরচনায় যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েচেন, অনেক প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকারের রচনার মধ্যেও আমরা তা' ক্বচিৎ দেখেচি। মাত্র আড়াই ঘণ্টার ভিতরে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কয়েকটী নরনারী'র হৃদয়ে কি অরুন্তুদ ভাবাবেগের সৃষ্টি হ'ল এবং তার ফলে তা' কি ভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল—নাটিকাখানির মধ্যে তারই একখানি মর্ম্মস্পর্শী ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েচে। নাটকের সমস্ত ঘটনা কেন্দ্রীভূত হয়েচে একটী দৃশ্যের মধ্যে এবং পাদপ্রদীপের সামনে এই দৃশ্যটীর অভিনয় করতে সময় লেগেচে মাত্র দেড়ঘণ্টা। স্বল্পায়তন হলেও

সত্যিকার নাটকীয়তার সমাবেশে "শুভযাত্রা" পরম উপভোগ্য হ'য়ে উঠেচে। নাটিকাখানি'র পরিণতিও হয়েচে যেমন রসোজ্জ্বল তেমনি অপরিহার্য্য। গত পাঁচ সাত বছরের মধ্যে এ সুখ্যাতি আমরা পাঁচ-সাতখানি নাটক সম্বন্ধেও করতে পেরেচি কিনা সন্দেহ। "শুভযাত্রার নাট্যকার নাট্যজগতে প্রথম পা' দিয়েই যে উচ্চশ্রেণীর নাট্যরসবোধের পরিচয় দিয়েচেন তাতে আশা করি অদূর ভবিষ্যতেই আমরা তাঁকে নব নব অবদানে নাট্য-ভারতী'র পূজোপচার সুসমৃদ্ধ ক'রে তুলতে দেখব।

"শুভযাত্রা"র সমস্ত নাটকীয় ক্রিয়া পরিস্ফুট হয়েছে মৃণালিনী'র চরিত্রটীকে কেন্দ্র করে। শ্রীমতী নীহারবালা এই চরিত্রটীকে যে অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দিয়েচেন আমরা শীগ্‌গিরই তা' ভুলতে পারব ব'লে মনে করিনা। আমাদের নাট্য-সাহিত্যে এই ধরণের চরিত্র সম্পূর্ণ নূতন। শ্রীমতী নীহারবালার নাট্য-নৈপুণ্যে চরিত্রটী ততোধিক উপভোগ্য হ'য়ে উঠেচে। এই চরিত্রের অন্তর্নিহিত Pathos প্রত্যেক দর্শকের চোখকেই অশ্রু সজল করে তুলেচে। ছোট্ট একখানি একাঙ্ক নাটিকার অভিনয়ে, দর্শকদের কাঁদতে আমরা এই প্রথম দেখলুম।

"চন্দ্রশেখর"

(নবশক্তি ; শুক্রবার ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪০)

"শিশির ; শনিবার ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪০"

নাট্য-নিকেতনে—"শুভযাত্রা"

[রূপদক্ষ]

সেদিন বিনা আড়ম্বরে—নাট্যনিকেতনে—যে ছোট একাঙ্ক নাটকখানি অভিনীত হয়ে গেল—তা যে সাহিত্যরসিক মাত্রকেই তৃপ্তি দেবে এ কথা সঙ্কোচের সঙ্গে বলবার কোন প্রয়োজন নেই।

"বিনা আড়ম্বরে" কথাটা বলবার মানে হচ্ছে এই যে নতুন বই খুলতে গিয়ে নাট্যনিকেতন যেভাবে প্রচার কার্য্য চালান—কিম্বা—যে আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান চারিদিককার আবহাওয়াকে চঞ্চল করে জানিয়ে দেয় "আজ একখানা নয়া নাটক অভিনীত হবে"—সে সব কিছুই সেদিন ছিল না। কিন্তু যা'র জন্য নাটক সত্যই জমে উঠে তার কিছুমাত্র অভাবও ছিল না—সে হচ্ছে আন্তরিকতা। নাটিকার বিষয় বস্তুটী আমাদের মন প্রাণকে সত্যই নাড়া দিয়েছে। * * * *

* * * * নাটিকাটীর সম্বন্ধে বিশেষ করে বলবার কথা এই যে—একটানা দেড় ঘণ্টার অভিনয়ে এর পরিসমাপ্তি—এর মধ্যপথে কোন ছেদ কিম্বা—যবনিকা পতন নেই।

আমরা তরুণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মজুমদারকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিচয় ঃ—

শ্রাবণ, ১৩৪০

"পুস্তক-পরিচয়"

"শুভযাত্রা", শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদারে'র প্রথম প্রকাশিত রচনা, অথচ, আধঘণ্টায় পড়িয়া ফেলা যায়। এই নাটিকা-খানিতে প্রবোধবাবু বাংলাদেশের সমগ্র পাঠকচিত্ত জয় করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই লোকপ্রিয়তার পিছনে কোন কারসাজী, ব্যবসাদারী বুদ্ধি বা সাময়িক উত্তেজনার সংশ্রব নাই। ইহাই তাঁহার সার্থক রূপসৃষ্টির প্রকাশ্য পুরস্কার। গ্রন্থকার আধুনিক ইউরোপীয় নাট্যকলাপদ্ধতির সহিত সুপরিচিত, ও সেই শিল্পকৌশলের উপর তিনি যে কিরূপ অনায়াসপ্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এই সুগঠিত দৃশ্যবিভাগহীন একাঙ্ক নাটিকাটী। সমস্ত ঘটনাটী ঘটিতেছে—কলিকাতার এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দোতালার প্রকাণ্ড একটী কক্ষে; আর সময়, বিকাল পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। এইটুকু পরিসরের মধ্যে নাট্যকার আঁটাইয়া-ছেন বাঙালী পরিবারের একটী অতি করুণ মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী, ঠিক যেমন করিয়া প্রকৃতি দেবী ফুল-ফল-বীজের ভিতর আপন আয়োজন-সম্ভার অব্যর্থ নিপুনতায় ঠাসিয়া দেন। বাহুল্যের এই নির্ম্মম বর্জ্জনে কাহিনীটীর রস হইয়া উঠিয়াছে

ভাবঘন, কল্পনার অবিরত তাপে যাহা কিছু তরল সমস্ত উঠিয়া গিয়াছে। "শুভযাত্রা"য় এই কল্পনার, মূর্ত্তি-গড়নের ক্ষমতার পরিচয় দিয়া প্রবোধকুমার পাঠকবর্গকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন। একাঙ্ক নাটকে চরিত্রের ক্রমিক বিকাশ সম্ভব নয়; প্রবোধকুমারেরও তাহা অভীপ্সিত নয়। তিনি দেখাইয়াছেন, একটী বিশেষ ঘটনা বিভিন্নধর্ম্মীর মনে কিরূপ স্বপ্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, আর এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে জীবনে কেমন অলঙ্ঘ্যভাবে মর্ম্মন্তুদ ট্র্যাজেডির আবির্ভাব হয়। * * *

* * * "শুভযাত্রায় দেখা যায় ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে এই ব্যক্তি নিরপেক্ষ উদার দার্শনিক দৃষ্টি নাট্যকারে'র আছে। * * * * সংক্ষিপ্তসার দিয়া প্রবোধকুমারের নাট্যরচনার কৃতিত্ব পূর্ণ প্রকটিত করা অসম্ভব। একটু একটু করিয়া টিপিয়া টিপিয়া, অথচ অনাবশ্যক ঘোরাঘুরি না করিয়া পাঠকের মনকে গল্পের দিকে টানিয়া লইবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রবোধ-কুমার দেখাইয়াছেন। আর দেখাইয়াছেন নাটকে করুণ দৃশ্য ফুটাইতে হইলে নাট্যকারকে কিরূপে নিষ্করুণ হইতে হয়। তাঁহার প্রত্যেকটী চরিত্র স্বধর্ম্মের অখণ্ড প্রকাশে ভাস্বর।

"শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়"